ভবভ্রান্তি-নিবারিণী।

অর্থাৎ

সর্ব্বজনগণের বোধগম্য জন্য

নানা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক তদীয় অর্থ

সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্যছন্দে

শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা।

১১৫নং চিৎপুর রোড্

জেনারল প্রিন্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৪ সাল।

মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বিপ্রকুলোদ্ভব এক পরমহংস, স্বীয় কর্ম্মফল বশতঃ ভব-সাগর পার হইয়া, নানা স্থানে বহুতর সাধু সমাগম দ্বারা দেহীর দুরারাধ্য সুদুর্ল্লভ পরম পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত কলেবরে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈব-যোগে একদা অস্মদাশ্রমে আগমন করেন, আমি ত্বদীয় দেবতুল্য অপূর্ব্ব নির্ম্মল-মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে অকপট সাধু জ্ঞানে অলৌকিকী ভক্তি সহকারে প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা মতে যথাশক্তি অতিথি সৎকার করায়, তিঁনি সেবাবসানে সন্তুষ্ট হইয়া বরদান প্রসঙ্গে অস্ম-দের প্রার্থনানুরোধে ভবভ্রান্তিনিবারণ বিষয়ক কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ গুরুকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, অর্থাৎ সংশয়চ্ছেদক কতিপয় উপদেশরূপ অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া, পরিশেষে সেই সকল প্রশ্নোত্তরগুলি সমুদয় সরল ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক জনসমাজে ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়া অন্তর্দ্ধত হয়েন। যদিচ আমি প্রকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অভাব জন্য এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে কোন অংশেই সক্ষম নহি, তথাচ শুদ্ধ পূর্ব্বোক্ত প্রশংসনীয় মহাত্মার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা অনুসারে, এই গ্রন্থ রচনায় সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে গুণগ্রাহক পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃপা বিতরণপূর্ব্বক এই গ্রন্থ খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমি সকল শ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

সন ১২৮৪ সাল
তাং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীগুরুদেব বন্দনা।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি॥

গুরু ব্রহ্ম সনাতন ভকতবৎসল।
প্রণমিয়া বন্দি তব চরণ যুগল॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গণপতি।
তুমি কালী তুমি লক্ষ্মী সীতা সরস্বতী॥
তুমি চন্দ্র সূর্য্য আদি নব গ্রহগণ।
ত্রিভুবনে তোমা বিনা অন্য কেহ নন॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর যত।
তীর্য্যগাদি জীবমাত্রে তুমি আবির্ভূত॥
কার্য্যের কারণ তুমি দেহে বুদ্ধি প্রাণ।
তব সত্তা হেতুক ইন্দ্রিয় চেষ্টাবান্॥
মাতৃরূপে গর্ভে তুমি করহ ধারণ।
পিতৃরূপে জন্ম দেহ করিয়া রমণ॥
অন্ন দান কর তারে স্বামীরূপ হয়ে।
পরিত্রাণ কর শেষে গুরু নাম লয়ে॥
নিরঞ্জন বটে কিন্তু কর অন্ধকার।
নানা কার্য্য সাধ হয়ে নানা অবতার॥
বিষধর হয়ে তুমি করহ দংশন।
ঔষধ হইয়া পুনঃ করহ মোচন॥

শ্রীগুরু বন্দনা।

সদসৎ কর্ম্মে মতি দেহ অনিবার।
রাজা হয়ে পুনঃ কর দণ্ড পুরস্কার ॥
মঙ্গল পদার্থ তবু দেহ জরা ব্যাধি।
ক্রিয়াহীন হয়ে কর নানা কর্ম্ম বিধি ॥
ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত অথচ সমবায়।
উভয় কারণ তুমি বুঝা নাহি যায় ॥
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা।
অনন্ত শাস্ত্রেতে যাঁর নাহি হয় সীমা ॥
আমি মূঢ়মতি ক্ষীণ দীন হীন অতি।
হেন কিবা সাধ্য লিখি তোমার বিভূতি ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে তুমি করুণাসাগর।
নিবেদন করি তাই হইয়া কাতর ॥
মনেতে দিয়াছ তুমি এই অভিলাষ।
ভবভ্রান্তি-নিবারিণী করিতে প্রকাশ ॥
সহজ কঠিন দুই কর্ম্ম লোকে বলে।
দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয় তব কৃপাবলে ॥
অতএব এই ভিক্ষা তব সন্নিধানে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর গ্রন্থ সমাপনে ॥
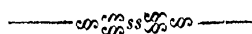
ভবভ্রান্তি-নিবারিণী।

অসারঃ খলুসংসার দাবানলপ্রসবিনী।
তদ্দগ্ধজনহিতার্থ মহাভৈষজ্যরূপিণী॥
সচ্চিদানন্দনাথোহং প্রসাদাৎ ভবতারিণী।
বিরচিতমত্র গ্রন্থং ভবভ্রান্তি-নিবারিণী॥

মনুষ্য সকল ভিন্ন২ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার কারণ।

১ম প্রশ্ন। প্রভো! আমি অতি মূঢ় জ্ঞানান্ধ, বিশেষতঃ এই অনিত্য সংসারে ক্রমশঃই ব্যভিচারের প্রাবল্যতা দেখিয়া আমার ভ্রান্তচিত্ত অধিক সংশয়াবিষ্ট হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া যদি ভ্রান্তি নিবারণের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করেন, তবেই কৃতকৃতার্থ হই।

১ম উত্তর। বৎস! তোমার অকপট ভক্তিতে আমি অতিশয় বাধ্য হইয়াছি, এবং ধর্ম্মানুসন্ধানে তোমার প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, অতএব তোমার যে কোন বিষয়ে সংশয় থাকে, তাহা স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা ভঞ্জন করিয়া দিব।

২য় প্রশ্ন। ভারতবর্ষের মধ্যে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রদেশে হিন্দু, মহম্মদীয়, খ্রীষ্টিয়, ব্রাহ্ম এবং নাস্তিকতা প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মের নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে। যখন এক পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলেরই উৎপত্তি এবং স্থিতি, তখন মনুষ্যমাত্রেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইবার কারণ কি?

২য় উত্তর। পূর্ব্বকালে কেবল এক হিন্দু ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। সেই ধর্ম্মের বীজ বেদ, সেই বেদ চারি অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ শ্যাম, ঋক, যজুঃ, অথর্ব্ব। পরে যজাতি রাজার বংশ কর্ম্মদোষে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে উক্ত বেদের চতুর্থাংশ অথর্ব্ব যাহা (আয়নলহক) নামক মহম্মদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাহাই সেই যবন জাতির অধিকার হয়, যদিচ সেই আয়নলহক বৈদান্তিক মতানুযায়ী বটে, কিন্তু এক্ষণে কোরাণের প্রাদুর্ভাবে এবং তন্মতাবলম্বীদিগের দৌরাত্মে তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে।

৩য় প্রশ্ন। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ার কারণ কি?

৩য় উত্তর। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকাতে কেবল এক হিন্দু ধর্ম্ম মাত্র প্রচলিত ছিল, এবং সর্ব্বসাধারণ লোকেরই ধর্ম্মপরায়ণতা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ ছিল না। পরে কালক্রমে ইহা বিজাতীয় রাজবর্গের অধিকার ভুক্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টিয় প্রভৃতি বিজাতীয় ধর্ম্মের আস্পদ হওয়াতে কিয়ৎ কালাবধি তদ্বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অধিকার অবধি মিসনরি সাহেবেরা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিবার অভিপ্রায়ে, পৌরাণিক ইতিহাসের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি করাতে, ইংরাজী

ভাষায় কৃতবিদ্য যুবক গণের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ অমূলক মিথ্যা গ্লানিকে যথার্থ বোধে পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন।

৪র্থ প্রশ্ন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি প্রকারে প্রচলিত হইয়াছে ?

৪র্থ উত্তর। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক্ষণে যাহা প্রচলিত দেখিতেছ, সে আদৌ অলীক, কেবল কপটতা মাত্র। অর্থাৎ কিছুকাল পূর্ব্বে বহুবিদ্যা বিশারদ রাজা রামমোহন রায় নামক এক ব্যক্তির সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনিই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া সকল ধর্ম্মের একই তাৎপর্য্য অর্থাৎ অভেদ জানিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সংসারাশ্রমে থাকিয়া তদ্রূপ সত্য ধর্ম্মাবলম্বী ও নিত্য জ্ঞানাধিকারী আর কেহই হইতে পারেন নাই। তিনিই নির্ধনী বিপ্রকুলে উদ্ভব হইয়া স্বীয় জ্ঞানবলে রাজা এবং মৌলবি খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অতুল সম্মানের সহিত একটী সভা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণার্থে নিয়ম বদ্ধ করত সাধারণের হিত সাধন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার জীবনান্তে তন্মতাবলম্বী কোন কোন ব্যক্তি সেই নিয়মটী রক্ষা করণার্থ সময়ে সময়ে সঙ্গীতাদি আলোচনা করিয়া থাকেন মাত্র, ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বড় সহজ নহে। তদ্বিস্তারিত পশ্চাৎ বর্ণন করিব শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

৫ম প্রশ্ন। নাস্তিকতা মত কি প্রকার ?

৫ম উত্তর। নাস্তিকী ধর্ম্ম বা শাস্ত্র কিছুমাত্রই নাই, কেবল কতকগুলি পাষণ্ড মনুষ্য একত্রিত হইয়া সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে বিরত হইয়া গুরু-পুরোহিত এবং জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে যথেচ্ছাচারী হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য কিছুই মানে না, এমন কি এই

চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি এবং ধ্বংসকর্ত্তা যে ঈশ্বর আছেন, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ বিশ্বের সমুদয় ব্যাপারই স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাহারা পান ভোজন এবং গমনাদির কিছুমাত্র বিচার না করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূত। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করা যাইতে পারে না; যেহেতু কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য না জানিলে তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ মূঢ় ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদিগের শ্রদ্ধা জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। প্রভো! যদি দাসের প্রতি কৃপা করিলেন, তবে কোন্ ধর্ম্মের কি ফল, এবং ঐ ফলোৎপত্তির কারণ বা হেতু কি, তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক মানব জাতির ভ্রান্তি দূর করিতে আজ্ঞা হউক?

৬ষ্ঠ উত্তর। যে কোন ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা থাকে তাহাতেই তাহার শ্রেয় সাধন হয়। যেহেতু চিত্ত-শুদ্ধি উপদেশ ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে কোন শাস্ত্রেরই পরস্পর বিরোধ নাই। সকল প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই এই তাৎপর্য্য যে, বিশ্বের স্রেষ্টা, পাতা, এবং সংহার কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনিই আমাদিগের উপাস্য; মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্রকেই পীড়া দেওয়া অকর্ত্তব্য সমস্ত জীবকে আত্ম-তুল্য জ্ঞান করিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগের যথাসাধ্য উপকার করা কর্ত্তব্য। অনিষ্ট জনক কর্ম্মই পাপ, ও হিতকর কর্ম্মই পুণ্য। পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন, সত্যই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতএব ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াই দুষ্য। কোন এক ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ধার্ম্মিক হইলেই জীবের

সদ্গতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরম পদ যে মুক্তি তাহা হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত লাভ করিবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। যেহেতু অবিদ্যা-জনিত দেহাত্ম বোধই দেহের কারণ। অতএব দেহ উৎপত্তি নিবারণার্থ সেই মিথ্যা জ্ঞানের নিরাশ অপেক্ষা করে। তন্নিবারণের উপদেশ হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন অন্যত্র নাই, যদিও মুসলমান দিগের মধ্যে বৈদান্তিক মতানুযায়ী "আয়নলহক" নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণে তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্র।

৭ম প্রশ্ন। এক্ষণে অনেকেই হিন্দুশাস্ত্র কণ্টক বন অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি?

৭ম উত্তর। বাপুহে! আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্র, বাইবেল এবং কোরাণের ন্যায় একখানি পুস্তক নহে, যে তন্মাত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে; বিশেষতঃ উত্তম, মধ্যম, অধম, ত্রিবিধ অধিকারী ভেদে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে কতক বিষয় পরক্ষরূপে লিখিত হইয়াছে ও অনেক অর্থবাদও ঘটিয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ প্রকৃত তাৎপর্য্যরূপ রত্ন সকল শাস্ত্রাম্বুধির গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বহু পরিশ্রম ও অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক শাস্ত্রসাগর মন্থন ব্যতীত তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করা, ইহা অপরিচিত ব্যক্তির নাম শ্রবণমাত্রেই তাহাকে

দোষীবলার ন্যায় অতিশয় অনুচিত কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

গাণপত্যের মত।

৮ম প্রশ্ন। আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত উপাসনা বিষয়ে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বহুবিধ উপাসক ও নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্বিস্তারিত কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে বাঞ্ছা করি, যদি শ্রবণে স্থান প্রদানে আজ্ঞা হয়।

৮ম উত্তর। তুমি যে স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ গুণ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা হইতে অধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম আর কি হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তোমাকে সাধুবাদ দিলাম। এক্ষণে তুমি যাহা ইচ্ছা বর্ণন কর, আমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।

৯ম প্রশ্ন।—ত্রিপদী।

কেহ বলে গণপতি, পরম ব্রহ্মেতে উৎপত্তি,
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে তাঁর জন্ম।
তেঁই অগ্রে পূজ্য হন, লম্বোদর গজানন,
সাধিলে সুসিদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্ম॥
স্মরণে বিঘ্ন বিনাশ, পূর্ণ হয় অভিলাষ,
হেন দেব নাহি ত্রিজগতে।
মজহ গণেশ পদে, জন্ম যাবে নিরাপদে,
সংশয় না কর কোন মতে॥
সিদ্ধিদাতা নাম তাঁর, অপারে করেন পার,
মিছে ঘোর সংসার জঞ্জালে।
সদা লহ সেই নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
মোক্ষধাম পাবে পরকালে॥

সৌরের মত।

কেহ বলে দিবাকর, পূর্ণ ব্রহ্ম কলেবর,
চরাচর ব্যাপ্ত সে কারণে।
সৃষ্টির কারণ কর, পালনেতে সুতৎপর,
সংহারেন প্রখর কিরণে॥
জগতের হিত হেতু, বার মাস ছয় ঋতু,
বার তিথি নক্ষত্রাদি সব।
নব গ্রহ যোগ রাশি, উদয়াস্ত দিবানিশি,
সকলি তাঁহাতে অনুভব॥
রবির কিরণে জল, জলেতে জনমে স্থল,
তাহাতে হইল ত্রিভুবন।
সর্ব্ব জীব হিতে রত, তৃণ শস্য বৃক্ষযত,
স্বীয় করে করেন সৃজন॥
তাহে জীয়ে জগজ্জন, আর দেখ যে কিরণ,
জগতের অন্ধকার নাশে।
তপন মহিমা যত, আমি তা কহিব কত,
ব্যক্ত আছে পুরাণ জ্যোতিষে॥
ভজ সেই দিনপতি, ঘুচিবে সব দুর্গতি,
রোগ শোক কিছু না থাকিবে।
পূজা কর প্রভাকরে, তাঁহার তনয় করে,
কভু কর দিতে না হইবে॥
রক্ত পুষ্প দুর্ব্বাদলে, রক্ত চন্দন মিশালে,
দিনান্তে করহ অর্ঘ্য দান।
প্রসন্ন হবেন রবি, সুখেতে ভুঞ্জিবে ভুবি,
অন্তে পাবে সুরলোকে স্থান॥

বৈষ্ণবের মত।

কেহ বলে বিষ্ণু ভক্ত, বিষ্ণুর চরণে মজ,
বিষ্ণু হন অনাদি দেবতা।
জন্ম মৃত্যু নাই তাঁর, একা লিপ্ত ত্রিসংসার,
ভক্তজনে ভোগ মোক্ষদাতা॥
সৃষ্টি নাহি ছিল যবে, একাকী ক্ষিরদার্ণবে,
বটপত্রে করেন শয়ন।
স্বীয় দেহেতে উদ্ভব, করিয়া মধুকৈটভ,
রণে তারে করেন নিধন॥
তাহার মাংসেতে ক্ষিতি, তাহে যত উৎপত্তি,
পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
সর্ব্ব দেশ শ্রেষ্ঠ হন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
সর্ব্বব্যাপি কভু মিথ্যা নহে॥
বিষ্ণু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, বিষ্ণু হৈতে সর্ব্ব জীব,
মহা বিষ্ণু জগতের পিতা।
নির্গুণ ত্রিগুণাধার, সাকার সে নিরাকার,
সাক্ষ্য দেখ পুরাণাদিগীতা॥
মর্ত্য লোকে সুরধুনী, পতিতপাবনী যিনি,
স্পর্শ মাত্রে পাপী মোক্ষ পায়।
সর্ব্ব তীর্থময়ী হন, শিবের মস্তকে রন,
তাঁহার উদ্ভব যাঁর পায়॥
মহা বিষ্ণুর মহিমা, সর্ব্ব শাস্ত্রে নাহি সীমা,
এক মুখে কে করে বাখান।
সহ স্বীয় সঙ্গীগণ, পঞ্চমুখে পঞ্চানন,
সদা গান বিষ্ণু গুণগান॥
আমার বচন ধর, অন্য ধর্ম্ম ত্যাগ কর,
লহ সেই বিষ্ণুর স্মরণ।

বৈরাগ্য আশ্রম লও, বিষয়ে বিবেকী হও,
তবে ভবে হইবে তরণ॥
শরীর রক্ষার জন্য, ভিক্ষা দ্বারা হবিষ্যান্ন,
দিনান্তেতে বারেক ভক্ষণ।
তুলসী চন্দন সনে, ভক্তিভাবে সযতনে,
বিষ্ণু পূজা কর অনুক্ষণ॥
শুদ্ধ চিত্তে বেদাচারে,পূজা করে যে তাঁহারে,
সেই যায় ভবসিন্ধু পারে।
সর্ব্ব পাপ বিমোচন, করি জন্ম নিবারণ,
বৈকুণ্ঠেতে স্থান দেন তারে॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর, শঙ্খ চক্র গদাধর,
স্বরূপ করেন সে সাধকে।
যদি তাহে লোভী হও,শ্রীনাথের নাম লও,
জয়ী হও ইহ পরলোকে॥

শৈবের মত।

কেহ বলে কৃত্তিবাস, কৈলাস পর্ব্বতে বাস,
ত্রিজগতেশ্বর ত্রিলোচন।
অনাদি অনন্ত হন, নাহি জনম মরণ,
আত্মারূপে সর্ব্ব জীবে রন॥
যত্র জীব তত্র শিব, শিব ভিন্ন নাহি জীব,
শিবময় সকল সংসার।
দেবের দেবতা যেঁই, মহাদেব নাম তেঁই,
কর্ত্তা সেই করিতে সংহার॥
ব্রহ্মার জনিত সৃষ্টি, বিষ্ণুর পালনে দৃষ্টি,
শিব হন সংহারে নিপুণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মায়াশক্ত, বিনাশে নহেন শক্ত,
মায়াতীত মহেশ নির্গুণ॥

অপর দেবতা যত, নিজ ভক্তে বিধিমত,
সুখ স্বর্গভোগ দাতা সবে।
কর্ম্মফল অনুসারে, সুখ দুঃখ ভুঞ্জিবারে,
পুনঃ পুনঃ জন্ম দেন ভবে॥
লয় বিনা মুক্তি নহে, সে হেতু নির্ব্বাণ কহে,
পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়।
বেদাগমে এই উক্তি, দিতে সে নির্ব্বাণ মুক্তি,
শিব ভিন্ন কার সাধ্য নয়॥
স্বেচ্ছাচারে অবহেলে, গঙ্গা জলে বিল্বদলে,
বারেক যে দেয় শ্রীচরণে।
পশুপতি পঞ্চানন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
আশুতোষ হন ভক্তজনে॥
পূজিয়া সে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে করহ জয়,
পরাজয় হইবে শমন।
শুন এই সার যুক্তি, পাইবে নির্ব্বাণ মুক্তি,
ভোলানাথে ভুলনারে মন॥

শাক্তের মত।

কেহ বলে ভজ শক্তি, শক্তি বিনা নহে মুক্তি,
শক্তি ব্রহ্মময়ী বিশ্বকর্ত্রী।
শক্তি হতে সৃষ্টি হয়, শক্তি হতে হয় লয়,
আদ্যাশক্তি নাম জগদ্ধাত্রী॥
শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, শক্তি সর্ব্বদেহে জীব,
শক্তিময় জগত সংসার।
একা শক্তি বিশ্বব্যাপি, চরাচরে শক্তিরূপী,
শক্তিহীন হলে শবাকার॥

শক্তি সকলের মূল, শক্তি সূক্ষ্মা শক্তি স্থূল,
সর্ব্বভূতে আবির্ভূতা শক্তি।
শক্তি ত্রিগুণা নির্গুণা,পুনঃ সে শক্তি সগুণা,
গুণভেদে হয়েন বিভক্তি ॥
দেখহ পরমা শক্তি, ধরাতে ধৈরজ শক্তি,
বিশেষ উদ্ভব শক্তি হয়।
সলিলে শীতল শক্তি,অনলে দাহিকা শক্তি,
অনিলে বাহিকা শক্তি কয় ॥
তপনেতে তেজ শক্তি,শূন্যেতে ধারণা শক্তি,
আকাশের শক্তি আকর্ষণ।
ব্রহ্মাতে সৃজন শক্তি, বিষ্ণুতে পালন শক্তি,
শিবেতে সংহার শক্তি হন ॥
সোমে স্নিগ্ধ কর শক্তি,জমে দণ্ড কর শক্তি,
জীব দেহে মায়া শক্তি যিনি।
দাতা দেহে দান শক্তি,গায়কেতে গান শক্তি,
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান শক্তি তিনি ॥
শক্তি সর্ব্বগুণে ধন্যা, শক্তি জগতের মান্যা,
শক্তি হন সংসারের সার।
শক্তির উদরে জন্ম, শক্তিতে সংসার ধর্ম্ম,
শক্তি বিনা সব অন্ধকার ॥
যেনা জানে শক্তি মর্ম্ম,নাহি মানে শক্তি ধর্ম্ম,
শক্তিকে করয়ে অপমান।
প্রহারে শক্তির অঙ্গে, চাতুরি শক্তির সঙ্গে,
কটুবাক্য কহে অবিধান ॥
বিরূপা তাঁহার শক্তি,নাহি থাকে পতি ভক্তি,
গৃহ ধর্ম্মে হয় অযতন।
নাহি দেখে হিতাহিত, ব্যয় হয় অপ্রমিত,
অচিরাতে সে হয় নির্ধন ॥

শক্তি হন সচঞ্চলা, কদাচারী সদা ছলা,
সপ্রবলা কথায় কথায়।
তিলেক না হয় সুখী, সর্ব্বদা অশেষ দুঃখী,
অধ মুখ যথায় তথায়॥
ভুষিতে আপন নারী, নানাবিধ কর্ম্ম করি,
উপার্জ্জন কর যে প্রচুর।
ভাব এই অর্থ দ্বারা, সন্তোষিব স্বীয় দারা,
তাহে দুঃখ হইবেক দূর॥
দেখহ শক্তির তরে, অশেষ কুকর্ম্ম করে,
সদসৎ নাহিক বিচারে।
পরাধীনতা চাকরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা চুরি,
শক্তি লাগি যায় কারাগারে॥
যার গৃহে শক্তি সুখী, সর্ব্বদা প্রসন্নামুখী,
সে জন না জানে দুঃখ লেশ।
কমলা তাহার ঘরে, সুখেতে বিরাজ করে,
কভু নাহি হয় তার ক্লেশ॥
শক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ স্থান শক্তিধাম,
শক্তি সেবা সর্ব্বদা যে করে।
সদানন্দ সেই জন, নহে দুঃখের ভাজন,
সর্ব্ব সুখে ভবার্ণবে তরে॥
শক্তির গুণ মহিমা, বেদাগমে নহে সীমা,
আমি কিবা বর্ণিবারে পারি।
শক্তিচরণ মাহাত্ম্য, কিঞ্চিৎ জানিয়া তত্ত্ব,
ধারণ করেন ত্রিপুরারি॥
হৃদে শিরে দিয়া স্থান, পঞ্চাননে সদাগান,
আদ্যাশক্তি গুণানু কীর্ত্তন।
শক্তির চরণ বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে,
মৃত্যুঞ্জয় হন সে কারণ॥

ভক্তি কর শক্তিপদে, মত্ত হও শক্তিমদে,
ইন্দ্রিয় করহ পরাজয়।
বশ হবে ষড় রিপু, অক্ষয় হইবে বপু,
না থাকিবে শমনের ভয়॥

রামায়তের মত।

কেহ বলে ভজ রাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু অবতার।
দানব দলন জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,
দয়াময় সংসারের সার॥
জন্ম লয়ে সূর্য্যকুলে, বাল্যকালে বাহুবলে,
তাড়কাদি বধিয়া যতনে।
ব্রহ্ম বৈরি বিনাশিয়া, যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া,
নির্ভয় করেন ঋষিগণে॥
আর দেখ কিবা লীলা, চরণে মানবী শীলা,
কাষ্ঠ তরী হল স্বর্ণময়।
স্বীয় বাহু পরাক্রমে, শাসিয়া পরশুরামে,
ক্ষত্রকুল করেন নির্ভয়॥
হরধনু করি চূর্ণ, সীতার মানস পূর্ণ,
জয় করি জনকের পণ।
বিমাতার মনস্কাম, পূরাইতে অবিরাম,
বনে বনে করেন ভ্রমণ॥
সুগ্রীবে মিতালি করি, তারে দেন রাজ্যনারী,
বালীরাজে করিয়া নিধন।
সুরপুরী রক্ষা হেতু, সাগরে বান্ধিয়া সেতু,
লঙ্কাপুরে করেন গমন॥

স্বর্গ মর্ত্য ধরাধরে, কম্পিত যাহার ডরে,
ত্রিলোকে অবধ্য যে রাবণ।
তারে ধ্বংস করিয়া, জগতে অভয় দিয়া,
করিলেন ভূভার হরণ ॥
দুষ্ট জনে প্রতিকুল, শিষ্ট প্রতি সানুকুল,
বিভীষণে রাজ্য দেন তত্র।
রাবণে করি সংহার,রক্ষা করেন ত্রিসংসার,
সীতা চুরি উপলক্ষ মাত্র ॥
রাবণারি রঘুবর, জগতের হিতকর,
বারেক যে লয় রাম নাম।
অন্তকালে অনায়াসে, মুক্ত হয় ভবপাশে,
সে হেতু তারকব্রহ্ম রাম ॥
পূজিতে সে শ্রীচরণ, স্বয়ং রুদ্র হনু হন,
সেবা করে সেবক হইয়া।
রামের মহিমা যত, আমি তা কহিব কত,
রামায়ণ নূতন করিয়া ॥

বৌদ্ধের মত।

কেহ বলে জগন্নাথ, পদে কর প্রণিপাত,
ভোগ মোক্ষ যাঁহার কৃপায়।
পূর্ণ ব্রহ্ম বৌদ্ধাকার, ক্ষেত্র আনন্দ বাজার,
বর্ণভেদ নাহিক তথায় ॥
নাহিক জাতি বিচার, সর্ব্ব বর্ণে একাকার,
লঘু গুরু নাহিক সম্বন্ধ।
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব দ্বেষাভাব, শত্রু মিত্র সম ভাব,
সবে সুখী সর্ব্বদা আনন্দ ॥

অমাত্য স্বজন লোক,মরিলে না করে শোক,
কন্যা পুত্র পিতা মাতা জায়া।
অনিত্য জানিয়া তায়, ফেলিয়া চলিয়া যায়,
তথায় না থাকে মোহ মায়া॥
বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দন, পাপী উদ্ধার কারণ,
আবির্ভাব হন উড়িষ্যাতে।
বারেক হেরে যে জন, প্রসাদ করে ভোজন,
জন্ম তার না হয় ভবেতে॥
মহিমা কি কব আর, প্রসাদ কি চমৎকার,
সিদ্ধ অন্ন নানা উপচারে।
বিবিধ ব্যঞ্জন তাতে, পায়স পিষ্টক সাতে,
বেচা কেনা বাজারে বাজারে॥
কেহ কারে নাহি চিনে,প্রসাদ আনায় কিনে,
সবে দেয় সবার বদনে।
এক পাত্রে সর্ব্ব জেতে,মিলে খান হরিষেতে,
অবশিষ্ট রাখেন যতনে॥
সময়ান্তে বন্ধুগণে, কিম্বা দুরারাধ্য জনে,
দেখামাত্র আনি তাড়াতাড়ি।
বাহির করিয়া সুখে, এ দেয় উহার মুখে,
প্রেমানন্দে সবে গড়াগড়ি॥
একাধারে দিনে রেতে,খাইলে ছত্রিশ জেতে,
কভু কারো উচ্ছিষ্ট না হয়।
লয়ে জায় দেশান্তরে, যতনে মস্তকে ধরে,
অভক্তিতে নরক নিশ্চয়॥
চল আনন্দ বাজার, মন হবে নির্ব্বিকার,
সংশয় ঘুচিবে অনায়াসে।
ভজ সেই জগবন্ধু, পার হবে ভবসিন্ধু,
আশু মুক্ত হবে অষ্ট পাশে॥

গৌরাঙ্গের মত।

কেহ বলে সচৈতন্য, হবে যদি শ্রীচৈতন্য,
ভজ সদা নিত্যানন্দ যোগে।
গৌরাঙ্গের নামামৃত, পান কর অবিরত,
আরোগ্য হইবে ভব রোগে ॥
নরের উদ্ধার জন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
নিতাই চৈতন্য অবতার।
আবির্ভাব বিষ্ণু অংশে, জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে,
বৈষ্ণবত্ব করেন প্রচার ॥
কলিযুগে নর যত, কদাচারী পাপে রত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার।
নাহি হয় চিত্ত সুদ্ধি, ভ্রমে করে পাপ বৃদ্ধি,
অধর্ম্মেতে মজিল সংসার ॥
নরের দেখি দুর্গতি, শচী-সুত শান্তমতি,
মহাপাপী উদ্ধার কারণ।
ছাড়িমাতা পিতা জায়া,ত্যজি সংসারেরমায়া,
করিলেন সন্ন্যাস ধারণ ॥
শরীর সুধাংশু আভা,কটিতে কৌপীনশোভা,
করে কমণ্ডলু আর আশা।
অঙ্গে হরি নামাবলী, কক্ষতলে ভিক্ষা ঝুলি,
কিবা রসকলি যুক্ত নাসা ॥
মস্তক মুণ্ডন করি, শিক্ষা মাত্র তদুপরি,
মুখে হরিবোল মাত্র বুলি।
নাশিবারে ক্ষুধা ব্যাধি,নিত্যভিক্ষা মহৌষধি,
প্রেমানন্দে সদা কুতুহলী ॥
আদ্যাশক্তি রাধা সতী,শ্রীকৃষ্ণ গোলকপতি,
হৃদিপদ্মে করিয়া স্থাপন।

অন্য চিন্তা পরিহরি, সুদ্ধ চিন্তা প্যারী হরি,
যুগ্ম তত্ত্বে সদা মত্ত হন ॥
ভাবিয়া যুগল ভাব, উদ্ভব অদ্বৈত ভাব,
ক্রমে হয় প্রাদুর্ভাব তারি।
প্রকাশিয়া স্বীয় মত, দেখান সুগম পথ,
উদ্ধার করিতে নর নারী॥
অদ্বিতীয় অবতার, মহিমা কি কব তার,
চমৎকার সংসার মাঝারে।
যাহার বাসনা যায়, অনায়াসে তাহা পায়,
বিনামূল্যে গৌরাঙ্গ বাজারে ॥
সংসারে সুখের মূল, স্ত্রী পুত্রাদি জাতি কুল,
তাহাতে বঞ্চিত যেই জন।
সে যদি প্রেমের সাতে, দাঁড়ায় গৌরাঙ্গ পথে,
হয় সর্ব্ব সুখের ভাজন ॥
প্রভুর আশ্চর্য্য খেলা, অগ্রদ্বীপে হয় মেলা,
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী অগণিত।
আমদানি নানাদেশী, বাছি লয় সেবাদাসী,
যাহার যে হয় মনোনীত ॥
গণপণ নাহি চাই, ঘটক কুলীন নাই,
নাহি তথা বর কন্যাযাত্র।
নাহি বাহুল্যতা ব্যয়, পাঁচ সিকি দিলে হয়,
মালসা ভোগের জন্য মাত্র ॥
কেন ভাব অন্য মনে, চলহ আমার সনে,
সেখানে দেখিবে কত রঙ্গ।
যাহা চাবে তাহা পাবে, কোনদুঃখ না থাকিবে
সুপ্রসন্ন হবেন গৌরাঙ্গ ॥
যদিচ সম্বল নাই, হাওলাত মিলে ভাই,
ফৌজদারে বলে দেওয়াইব।

ভাবনা কি আছে তার, আমি হই ছড়িদার,
মনোমত বাছিয়া লইব ॥
বন্ধ্যা কিম্বা পুত্রবতী, অথবা গর্ভিণী সতী,
নব্যা ভব্যা সুশীলা সুন্দরী।
যাহে তব ইচ্ছা হবে, ইঙ্গিতে আমারে কবে,
কণ্ঠি বদলিয়া দিব তারি ॥
আখড়ায় নাম লিখে, ঘরকন্না কর সুখে,
মহোৎসবে নিমন্ত্রণ হবে।
গৌরাঙ্গের কৃপা বলে, প্রতিপন্ন হবে দলে,
অধর অমৃত দিবে সবে ॥
ঘৃণা না করিবে কেহ, নিষ্পাপ হইবে দেহ,
প্রেমে চিত্ত হইবে নির্ম্মল।
ঐহিক সুখের তরে, যাহা প্রয়োজন করে,
শ্রীগৌরাঙ্গ দিবেন সকল ॥
অগ্রে কর সুখভোগ, পশ্চাতে মুক্তির যোগ,
ভোগ বিনা মোক্ষ কভু নয়।
সুখে বঞ্চিত যে জন, সদা তার ভোগে মন,
মোক্ষ তার কি রূপেতে হয় ॥
ভোগে সুখ অন্ত হয়, বৈরাগী তখন কয়,
দারিদ্রেতে না হয় বৈরাগী।
জঠর জ্বালার তরে, ভিক্ষা হেতু ভেক ধরে,
বিধির বিপাকে সে বিবেগী ॥
চিরদুঃখী যেই জন, ধন জনে বিড়ম্বন,
সে জন কেমনে হয় ত্যাগী।
অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ধন, ত্যাগ করে যেই জন,
সেই হয় ত্যাগী মহাযোগী ॥
যথার্থ বৈরাগী শুন, পূর্ব্বে রূপ সনাতন,
পরে লালা বাবু মহাশয়।

এবে রাজা রাধাকান্ত,রাজ্য-সুখে হয়ে ক্ষান্ত,
লইলেন বৈরাগ্য আশ্রয়॥
অতএব সুখভোগ, বাসনা ভবের রোগ,
তাহা শান্তি হইবে যখন।
তখন করিলে যত্ন, প্রাপ্ত হবে মোক্ষ-রত্ন,
পুরাণেতে বিষ্ণুর বচন ॥

কর্ত্তাভজার মত।

কেহ বলে চল ভাই ঘোষপাড়া গ্রামে।
পাতকীর কর্ত্তা সে ঈশ্বর ঘোষ নামে॥
তথায় করেন বাস অদ্বৈত স্বভাব।
সর্ব্ব জীবে হিতে রত ভেদাভেদাভাব॥
একমনে এক ভাবে যে ভজে তাঁহারে।
সদয় হইয়া কর্ত্তা উদ্ধারেন তারে॥
কর্ত্তার মহিমা দেখ কিবা চমৎকার।
দর্শনমাত্রেতে নর হয় নির্ব্বিকার॥
বাল্য বৃদ্ধ প্রৌঢ় আর যুবক যুবতী।
সধবা বিধবানূঢ়া ব্রাহ্মণের সতী॥
নানা জাতি যায় সবে কর্ত্তার ভজনে।
মহানন্দে মহোৎসব করে একমনে॥
ধন পুত্র সৌভাগ্য আরোগ্য সুমঙ্গল।
যার যেই বাঞ্ছা কর্ত্তা পূরান সকল॥
উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট নাহিক বিচার।
সর্ব্বজনে একাসনে আহার বিহার॥
ছোট বড় জাতিভেদ নাহি তাঁর কাছে।
কাঁচা পাকা সিদ্ধ অন্ন খাদ্য যত আছে॥
সকলেতে ভক্তিভাবে আনিয়া যোগায়।
কর্ত্তার সম্মুখে রাখি চরণে লুটায়॥

ধ্যান পূজা মন্ত্র জপ নাহিক তথায়।
কর্ত্তার সন্তোষ হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
স্বহস্তে সকল ভক্তে দেয় তাঁর মুখে।
প্রত্যক্ষ খায়েন কর্ত্তা পরম কৌতুকে॥
প্রসাদীয় বস্তু লয় সকলে বাঁটিয়া।
কিছু খায় কিছু বাঁধে অঞ্চলে আঁটিয়া॥
নিজ নিজ ঘরে গিয়া করি অনুরাগ।
আত্মীয়বর্গকে দেন করিয়া বিভাগ॥
কর্ত্তা ধ্যান কর্ত্তা জ্ঞান কর্ত্তা-গুণ গান।
কর্ত্তার সন্তোষে স্বর্গ সশরীরে পান॥
বিশেষ বিধবা নারী ব্রাহ্মণের ঘরে।
যে যাতনা পায় তাহা জান পরস্পরে॥
ভাগ্যবশে কেহ যদি এক মন করে।
প্রসন্ন হইয়া কর্ত্তা উদ্ধারেণ তারে॥
ইহকালে অশেষ সুখের নাহি সীমা।
পরকালে মুক্ত হয় এমনি মহিমা॥
স্বেচ্ছামতে করিবেক ভোজন ভজন।
তাহাতে নিন্দিত নাহি হয় কোন জন॥
আনন্দ বাজারে জগন্নাথ যে প্রকার।
তাহা হৈতে অধিকাংশ মহিমা কর্ত্তার॥
বিষ্ণুর প্রসাদী অন্ন পুরীর ভিতরে।
সর্ব্ব জেতে কিনে খায় না চলে বাহিরে॥
কর্ত্তার নামেতে অন্ন সর্ব্বত্র চলন।
যথা তথা খাও তাহে নাহিক বারণ॥
সেখানে অদ্বৈত ভাব কেবল ভোজনে।
এখানে অদ্বৈত ভাব ভোজনে ভজনে॥
সুখ মোক্ষদাতা কর্ত্তা জানিবে নিশ্চিত।
একমনে কর্ত্তা ভজ পাবে মনোনীত॥

১০ম প্রশ্ন।

এইরূপে ব্যক্ত করে নিজ নিজ ধর্ম্ম।
ভ্রান্তচিত্তবশতঃ বুঝিতে নারি মর্ম্ম॥
গুরুর চরণে করি কোটি প্রণিপাত।
সকৌতুকে বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রনাথ॥
কণ্ঠে অধিষ্ঠান কর ত্রৈলোক্যতারিণী।
সম্পুরণ কর ভব-ভ্রান্তি-নিবারিণী॥

১০ম উত্তর। ঐ সকল বিবিধ দেব দেবীর নাম রূপ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ উভয় নাম এক পরমেশ্বরেরই হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর নহে। এবং বিবিধ প্রকার যে উপাসনা করা যায়, সেও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নহে, উপাসনা ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য হয় না, তাহার প্রমাণ এবং কারণ পশ্চাৎ দর্শাইব।

শাস্ত্র সকলের পরস্পর অবিভিন্নতা।

১১শ প্রশ্ন। শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ হওয়ার কারণ কি? অর্থাৎ বেদে অদ্বয়ব্রহ্ম এবং তন্ত্রে ও পুরাণাদিতে বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি?

১১শ উত্তর। শাস্ত্র সকলে পরস্পর বিরোধ নাই, এতদ্দেশে বেদের একাংশ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর দুইকাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ না থাকায় বেদের সহিত পুরাণাদির বিভিন্নতা থাকা তোমাদিগের অনুমান হয়। বাস্তবিক বেদ হইতে পুরাণ, স্মৃতি, আগম অর্থাৎ তন্ত্র ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহার হেতু ঐ বেদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ম-

নের গুণভেদে লোকের অধিকারভেদ হয়,এজন্য অধিকারী ভেদে পরস্পর বিপর্য্যয় নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং একের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বেদে যে প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণ এবং তন্ত্রেও সেইপ্রকার কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিবার উপদেশ মুমুক্ষু জনগণের প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তিলাভ করিবার বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় কহিয়াছেন, যথা—বেদ এই আদেশ করেন, যে "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" অর্থাৎ অরে আত্মা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে-পারে। কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগকে সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তবে যে, শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতের এক বিবাদ আছে ঐ বিরোধ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু দ্বৈতা দ্বৈতমত; পদে এমত বিবেচনা করিও না যে,কেহ পরমেশ্বরের তুল্য অন্য কোন পুরুষের স্বত্ত্বা স্বীকার করেন, এবং [illegible] তাঁহার সদৃশের বিদ্যমানতা মানেন। উক্ত বি[illegible] যে পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ এবং তত্রস্থ [illegible]নাই, কেবল আত্মার আবি- [illegible]তের চেষ্টার আবির্ভাব ও [illegible]ময় বাষ্পযন্ত্র স্বভাবতঃ জড় [illegible]ত্যাদি শক্তি বিশিষ্ট হইয়া [illegible]ভাব হইবামাত্রেই অচল হয়,

তদ্রূপ আত্মার সত্ত্বাহেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা জন্মিয়া নানা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই কাহা-রও স্পন্দ থাকে না। অতএব আত্মা যে ভৌতিক পদার্থ-নহে, তাহাতে আর প্রমাণ অপেক্ষা করে না। পরন্তু কোন কোন ঋষি কারণের সহিত কার্য্যের অবিভিন্নতাজ্ঞানে ঐ আত্মাকে চিদাভাষ বলিয়া জীবোপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ কার্য্য কারণের পার্থক্য মানিয়া পরমেশ্বর হইতে জীবের ভেদ দর্শাইয়াছেন; ইহাতেই দ্বৈতাদ্বৈত মতের উৎপত্তি হইয়া ষড়দর্শনে তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। এবং শাস্ত্রের যে বিরোধ সে কেবল এই বিষয়ে জানিবে, কিন্তু অদ্বৈত মতই অধিকাংশ ঋষি গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি বহুতর শাস্ত্রও তদনুগামী। ফলে দ্বৈতবাদীরাও উপাস্যের দ্বিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই।

১২শ প্রশ্ন। জীব যে চিদাভাষ, ইহা অতি অসম্ভব বোধ হয়, অতএব তাহার দৃষ্টান্ত কিছু দর্শাইতে আজ্ঞা হয়।

১২শ উত্তর। জীব যে চিদাভাষ, তদ্বিষয়ের একটী উদাহরণ দিতেছি শ্রবণ কর। কোন তমোময় গৃহে দীপ আনয়ন করিবামাত্রেই তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐ দীপশিখার আভা অর্থাৎ তাহার তেজোময় পরমাণু সমূহ উক্ত গৃহে বিকীর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র সংলগ্ন হয়, এই হেতু তাবতের রূপ নয়নগোচর হইয়া থাকে, অথচ দীপশিখার যে দাহিকা শক্তি আছে, ঐ সকল পরমাণুতে তাহার আবির্ভাব হয় না, তাহা হইলে বারুদাদি অনায়াসদাহ্য বস্তু উজ্জ্বল গৃহে কদাচ রক্ষা করা যাইতে পারিত না। তদ্রূপ জীব চিদাভাষ হইয়াও স্বরূপের শক্তি প্রাপ্ত হয়েন না।

১৩শ প্রশ্ন। পুরাণ শাস্ত্রে যে সকল ইতিহাস লেখা আছে, তাহা এত অধিক অসম্ভব যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সত্যতা বোধ করণে সক্ষম হইতে পারেন না, ইহার কারণ কি?

১৩শ উত্তর। ঐ সকল ইতিহাস বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান নহে, এবং তাহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করিবারও উপদেশ শাস্ত্রে নাই। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত, এ বিধায় উহারা বৈষয়িক কথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ইচ্ছা করে না, এবং গুণের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রসবিশিষ্ট উপাখ্যান ভালবাসে, যথা তমোগুণের আধিক্যে আদিরসঘটিত, রজোগুণ প্রভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয়, এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যতায় ভক্তি ও যোগাদি সম্পর্কীয় কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে। এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এই যে, তাহারা সতত স্ব স্ব বিষয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে তৃপ্ত হয় না, এবং অধিকারীভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেরও বিধান আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্ব লোকের মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা অপ্রাণীতে প্রাণারোপ করিয়া, নানা রসযুক্ত প্রস্তাব অলঙ্কৃত, উপমিত, এবং রূপক ও পরোক্ষ বাক্যে গদ্য পদ্যেতে রচনা করিয়া থাকেন। তৎপাঠে উত্তম মধ্যম, অধম এবং বালক, যুবা, বৃদ্ধ এই নানাবিধ লোক স্ব স্ব চিত্তোল্লাস লাভ করে, বহু প্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়, বাগ্বিন্যাসাদি শিক্ষা করে, কাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য এবং কোন ধর্ম্মের কি ফল, তাহাও জানিতে পারে। তন্নিমিত্ত খ্রীষ্ট এবং মাহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও অস্মদাদির পৌরাণিক ইতিহাসের ন্যায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণন আছে, তাহার তাৎপর্য্য কেবল তত্তদুপলক্ষে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তির উদ্রেক করা ভিন্ন আর কিছু

ইহা বেদব্যাস ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সপ্তমা-
ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।
লে লিখিত আছে যে, জগদীশ্বর সেটান নামক দৈ-
সহিত তুমুল যুদ্ধকরত তাহাকে নিরয়গামী করিয়া-
মেরি নাম্নী কন্যাতে আসক্ত হইয়া খ্রীষ্ট নামক
ৎপত্তি করিয়াছেন,খ্রীষ্টের ব্যাপ্‌টাইজ অর্থাৎ দীক্ষা-
ঘুঘুদেহ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি অবতরণ
ছিলেন, এবং ঐ খ্রীষ্টমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল
দ্বারা কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করিয়াছিলেন, এবং
কর্ণদ্বয় বিকশিত ও অস্ফুরিত বাক্য স্ফুট করিয়া-
,, এবং প্রাণদানে মৃতদেহ সজীব করিয়াছিলেন,
াস রোটিকা এবং দুইটী মৎস্য দ্বারা অরণ্যমধ্যে পঞ্চ
ব্যক্তিকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন,
ধির উপরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, এক পর্ব্ব-
রি তেজরূপী হইয়া পূর্ব্বমৃত মোজেস্ এবং ইলায়াস
ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয়ের সহিত কথোপকথন,এবং আকাশ-
ারা খ্রীষ্টকে পুত্রস্বীকার করিয়াছিলেন। অপর সাধু-
। অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনোপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে,
স্ নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিসর দেশাধিপতি কেরোর
এক যষ্টিকে সর্প করিয়াছিলেন,আর সেণ্টপিটারের
নায় আনেরিয়াস্ স্বীয় কলত্র সহিত শমন ভবন
করেন, এবং ঐ পিটারের বরে এক খঞ্জব্যক্তি গতি-
প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেণ্টপাল এক পঙ্গুকে আরোগ্য
কবল একবাক্যে অর্থাৎ অভিসম্পাত দ্বারা ইলায়াস্
মায়াবীকে অন্ধ করিয়াছিলেন।

নন্তর মাহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা
আছে, তাহা বলিতে হইলে অধিক সময় অপেক্ষা
।নিমিত্ত কেবল একটী ইতিহাসের সারোদ্ধার করিয়া

বলিতেছি, বাইবেলে মোজেসের যষ্টির যেরূপ অদ্ভুত গু
বর্ণিত হইয়াছে, মাহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার প্রস
আছে, যথা—মুসা (মোজেস) ফেরুণের অর্থাৎ কেরো
সম্মুখে স্বীয় যষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রেই তাহা অশীতি গ
পরিমিত দীর্ঘাকার এবং শত শত দন্তযুক্ত বদন, হস্তীর ন্যা
চরণ, ও শরতুল্য সপ্ত সহস্র লোমবিশিষ্ট এক সর্প হয়
তদনন্তর অন্য এক দিনে স্থানান্তরের সভাতে ঐ যষ্টি প্র
মুণ্ডে সপ্ততি সহস্র মুখযুক্ত সপ্ততি সহস্র মস্তকবিশিষ্ট বৃহ
সর্পাকৃতি ধারণপূর্ব্বক চতুঃসহস্র ঐন্দ্রজালিককে পুচ্ছ দ্বা
বেষ্টন করত গ্রাস করিয়া, ফেরুণের বাটী শূন্যে নিঃক্ষে
করিয়া মুসার স্পর্শমাত্রই স্বভাবপ্রাপ্ত হয়। অপর ঐ ঘ
নার পূর্ব্বে এক দিবস উক্ত মুসাকে ত্বদীয় চকমকি বলি
যে, তোমাকে অগ্নি দিতে খোদার আজ্ঞা নাই, তৎশ্রবণ
ন্তর সেতুর নামক পর্ব্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুল বৃ
ন্যায় অগ্নিরাশি দর্শন করে, উক্ত অগ্নিতে স্বীয় যষ্টি সং
করাতে, ভস্মধ্যে অগ্নির প্রবেশ হয় নাই, এবং তাহ
কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় বিচ্ছু, অর্থাৎ হিংস্রজন্তুবিশেষ হইয়াছি
সময়ান্তরে ইজরাইলের বংশ যাহার সংখ্যা বালক
যোষিৎ ব্যতিরিক্ত, কেবল পুরুষই ছয় লক্ষ ছিল, তা
দিগকে লইয়া উক্ত মুসার নীল নদী পার হওনকা
ফেরুণ সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলে, মুসার যষ্
ঘাতে নদীর জল বিভাগ হইয়া বহু বর্ত্ম হইবায়, তাহ
সকলে পার হইয়া যায়, কিন্তু ফেরুণ নিজ দলবল স
জলমগ্ন হয়।

সাম রাজ্যাধিপতি আনকের পুত্র এওজের শ
৩০৩৩ গজ দীর্ঘ ছিল, নুঃ অর্থাৎ নোয়া পয়গম্বরের সম
জলপ্লাবনে তাহার শরীর রক্ষা হইয়াছিল, সমুদ্রের
তাহার জানুর ঊর্দ্ধে উঠিত না, সে সাগরে মৎস্য ধ

[illegible]্যমণ্ডলে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করিত, তাহার বাস-[illegible]নে দাড়িম্ব ফলের একটী বীজমাত্র দশ ব্যক্তির আহা-রোপযুক্ত হইত,এবং সমুদয় বীজ স্থানান্তর করিলে,তাহার ত্বকের মধ্যে দশ জনের বাসস্থান হইত, ইজরাইলের বংশ মুসার এবং হারুণের সমভিব্যাহারে, ঐ এওজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করাতে,মুসার শাপে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাহাদিগকে একই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, মুসার যষ্ট্যাঘাতে উক্ত এওজের মৃত্যু হইলে, তাহার দেহ চল্লিশ বৎসর যাবৎ রণভুমিতে পতিত থাকে, তদনন্তর তাহার মেরুদণ্ড নীল নদীর সেতু হইয়াছে। সোলেমান রাজা সৈদ্রুন রাজ্যাধিকারীর সহিত যুদ্ধ করণার্থে বায়ুযানে সসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন, ঐ সৈদ্রুন রাজ্যে সুবর্ণময় ব্যাঘ্রদ্বয় বিচার নিষ্পত্তি এবং দোষীকে ভক্ষণ করিত। সোলেমানের আদেশে বায়ু কর্ত্তৃক একমুষ্টি মৃত্তিকা সৈদ্রুনাধিপতির চক্ষে নিঃক্ষিপ্ত হইবায় তাহার মৃত্যু হয়। ইহা খোলাসাতল আম্বিয়া নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

অতএব যে সকল খ্রীষ্ট ও মাহাম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা, পৌরাণিক ইতিহাস উপলক্ষে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শৃগালপঞ্চক নামক গ্রন্থের এই প্রসিদ্ধ বচনটী উদাহৃত হইতে পারে, যথা—“আত্মছিদ্র নজানাতি পরছিদ্রানুসারিণী।” বরং অস্মদাদির পুরাণ শাস্ত্রে, তদতিরিক্ত এই অসাধারণ গুণপণা দেখা যায় যে, কোন প্রস্তাবই প্রায় অধ্যাত্ম পক্ষ ছাড়া নহে, এবং এই সংসারচক্র যে ঐহিক লীলামাত্র, ইহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ প্রযুক্ত পুরাণ সকল, মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী ত্রিবিধ লোকের শ্রবণযোগ্য অর্থাৎ অধিকারীভেদে পুরাণ ইতিহাস শ্রবণীয় জানিবে।

কোন ধর্ম্ম আশু ফলপ্রদ।

১৪শ প্রশ্ন। উপাসনাবিষয়ে যে বিবিধ দেব দেবী
ভিন্ন ভিন্ন আচার বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ দেব
তার উপাসনা করিলে অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারে

১৪শ উত্তর। কলিযুগে শাক্তধর্ম্ম অর্থাৎ তান্ত্রি
উপাসনা ব্যতীত অন্যান্য উপাসনা বিফল জানিবে
ইহার প্রমাণ "আচারভেদ তন্ত্রে" যথা,—

> কৃতে শ্রুত্যোক্তমার্গংস্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভারতে।
> দ্বাপরেতু পুরাণোক্ত কলাবাগমসম্মত ॥

যেহেতু সত্যযুগে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার না থাক
প্রযুক্ত চারিপাদ ধর্ম্ম ছিল, তদ্বশতঃ মনুষ্যের লক্ষ ব
আয়ু এবং মজ্জাগত প্রাণ ছিল, এনিমিত্ত শ্রুতি অর্থ
বেদবিহিত দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনে সক্ষম হইত। ত্রেতাযু
একপাদ অসত্য ব্যবহৃত হওয়াতে একপাদ ধর্ম্মহানি হ
মনুষ্যের পরমায়ু দশসহস্র বর্ষ এবং অস্থিগত প্রাণ ছি
তৎকালে স্মৃতি ও ভারতের মতে কর্ম্মকাণ্ড করিয়া ব
কায়ক্লেশেও ফলপ্রাপ্ত হইত। পরে দ্বাপর যুগে দুইপা
অসত্য প্রবেশ হওয়াতে ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ হানি হও
প্রযুক্ত মনুষ্যের সহস্র বৎসর আয়ু এবং মাংসগত প্র
ছিল, ঐ সময়ে পৌরাণিক মতে কর্ম্ম করিবার বিধান ছি
কলিযুগে পাদমাত্র সত্য, এবং ত্রিপাদ অসত্য ব্যবহা
ধর্ম্মও একপাদমাত্র ঐ সত্যের উপর অবলম্বন করেন,
নিমিত্ত মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা অত্যল্প এবং অন্নগত প্র
হইয়াছে। তত্তৎকালে ঋষিগণ দীর্ঘকাল অনাহারে দে
কষ্ট সহ্য করত পশ্বাচারে ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিতেন, বি
ষতঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগে কুলাচার অর্থাৎ শা
ধর্ম্ম পরম গোপনীয় ছিল, তন্নিমিত্ত নারদাদি ঋষি

কৌলাচারী হইয়াও শাক্তধর্ম্ম গোপনার্থে শৈব এবং বৈষ্ণব প্রকাশ করিতেন, ইহার প্রমাণ 'সময়াচারতন্ত্রে' স্পষ্ট রূপে প্রকাশ আছে, যথা—

অন্তঃশক্তি বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাবিচরন্তি মহীতলে॥

পয়ার।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেতে শিববাক্য যাহা।
ভবভ্রান্তি ছেদনার্থে প্রকাশিব তাঁহা॥
সত্যের অধীন ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম সকল।
সত্যহীনে পূজা জপ সকলি বিফল॥
একারণ শিব আজ্ঞা প্রবল কলিতে।
সত্য ব্রতে শাক্তধর্ম্ম প্রকাশ করিতে॥
মিথ্যা না কহিলে ধর্ম্ম গোপন না হয়।
মিথ্যা বাক্যে সত্য নাশ কি আর সংশয়॥
সেই হেতু শাক্তধর্ম্ম করিবে প্রকাশ।
সত্যবাদী শিববাক্য নহে উপহাস॥
শাক্তধর্ম্ম গোপন করিতে যত তন্ত্র।
বিহিত আছয় নানাবিধ মন্ত্র যন্ত্র॥
সে সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেতে।
কলিযুগে সে বিধান নহে কোনমতে॥
সত্যযুগে পাপহীন চারিপাদ ধর্ম্ম।
ত্রেতাযুগে একপাদ প্রবেশে অধর্ম্ম॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম দ্বিপাদ অধর্ম্ম।
বেদাচারে কুলাচারে করিতেন কর্ম্ম॥
বেদাচার কর্ম্মফলে সংসারেতে ভোগ।
কুলাচার কর্ম্মেতে ঈশ্বরে হয় যোগ॥

দুই ধর্ম্ম সিদ্ধি ছিল সে সকল যুগে।
কলিযুগে একপাদ ধর্ম্মমাত্র ভোগে॥
ভোগের প্রধান পঞ্চতত্ত্ব কুলাচারে।
প্রকাশে নিষেধ নাই সত্য অনুসারে॥
বেদমতে ধর্ম্ম কর্ম্ম পশ্বাচার বাধ্য।
কলিযুগে পশ্বাচার নরের অসাধ্য॥
জলে জলচর ঘৃত গোমাংস সম্ভব।
মধুকৈটভের মাংসে শস্যাদি উদ্ভব॥
নিরামিষ্য বস্তু কিছু নাই পৃথিবীতে।
পশ্বাচার ভ্রষ্ট হয় কিঞ্চিদাহারেতে॥
আহার ত্যজিলে পশ্বাচার সিদ্ধি হয়।
কিন্তু অনশনে প্রাণীর মরণ নিশ্চয়॥
অতএব কলিযুগে পশ্বাচার নাই। 23037.
পঞ্চ তত্ত্বে শক্তিসেবা করহ সবাই॥

আর দেখ দ্বিজ দেহে শাক্ত ব্যতীত শৈব কিম্বা বৈষ্ণবত্ব সম্ভবে না, ইহার কারণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে উক্তি শিবের বচন।
পদ্য ছন্দে তার অর্থ কৈনু বিবরণ॥
চতুর্ব্বেদে পূজিতে গায়ত্রীরূপী যিনি।
বেদমাতা নাম তাঁর ত্রিবর্গদায়িনী॥
সাবিত্রী পরমাবিদ্যা ত্রিলোকের সার।
গ্রহণমাত্রেতে ভূদেবত্ব হয় তার॥
জপ কৈলে নারায়ণ তুল্য হয় নর।
ব্রহ্মণ্যদেবের তুল্য তার সমাদর॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য শূদ্র আদি।
সামান্য বর্ণ শঙ্কর কন বেদবাদী॥
সকল বর্ণের গুরু হয় সেই জন।
যেজন সাবিত্রী বিদ্যা করয়ে গ্রহণ॥

পূজা করিবেক নিত্য ব্রহ্মচর্য্যাচারে।
বহু যত্নে ভক্তিভাবে বিভবানুসারে॥
না পূজিলে অব্রাহ্মণ হইবেক সেই।
বেদবিধি ধর্ম্মে তার অধিকার নাই॥
যেই দ্বিজ দশবার গায়ত্রি জপিবে।
জন্মকৃত পাপ তার বিনাশ হইবে॥
শতবার গায়ত্রী জপিবে যেই জন।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ তাহার মোচন॥
জপিবে গায়ত্রী যেই দশ শতবার।
তিন জন্মকৃত পাপ বিনাশ তাহার॥
তিন যুগ সত্য ত্রেতা দ্বাপর পর্য্যন্ত।
কলিযুগে বেদমাতা অসাধ্য নিতান্ত॥
লক্ষ জপে পুরশ্চার করিবেন যিনি।
তাহাকে হবেন সিদ্ধা ত্রিবর্গদায়িনী॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গের সাধন।
চারি বেদ এইমন্ত্র মাহাত্ম্য কারণ॥
ব্রহ্মের যে রজ সত্ত্ব তমো তিন গুণ।
তিন গুণে তিন ভাবে সাবিত্রী নিপুণ।
প্রাতঃর্মদ্ধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সন্ধ্যার বিধানে।
জানেন সকল দ্বিজ গায়ত্রীর ধ্যানে॥
কুমারী যুবতী বৃদ্ধা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
ত্রৈকালিক যোগে এক উদ্ধারেন জীব।
শক্তির সেবক দ্বিজ গায়ত্রী গ্রহণে।
দ্বিজ সর্ব্বেশাক্ত হন সেই সে কারণে।
দ্বিজ দেহে শৈব বৈষ্ণবত্ব নাহি হয়।
শক্তির সাধনে শাক্ত কি আর সংশয়।
যে হেতু কলিতে পশ্বাচার নাহি হয়।
বামাচারে বেদমাতা অসাধ্যা নিশ্চয়॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রের লিপি শুন বিবরণ।
দেবীর সাক্ষাতে যাহা কন ত্রিলোচন ॥
নাহি শক্তি হইতে উত্তম সাকারেতে।
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ত্রৈলোক্য মধ্যেতে ॥
অতএব শক্তির সাধক যে হইবে।
কোনমতে অন্য দেব পূজা না করিবে ॥
যে হেতু শাক্ত হইতে নাহিক উত্তম।
অন্য পূজা করিলে সে হইবে অধম ॥
পতিত হইবে দেহ দেবীর নিকটে।
তারিণীর কোপে মূঢ় পড়িবে শঙ্কটে ॥
অতএব ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গ।
তাহাতে উপজে ফল সুখভোগ স্বর্গ ॥
বামাচার বিনা মোক্ষ কলিতে না হয়।
সেই হেতু মহাবিদ্যা সাধ্যা সুনিশ্চয় ॥

সৃষ্টি প্রকরণ।

১৫শ প্রশ্ন। এই চরাচর জগত ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, ইহ শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন,এবং দৃষ্টও হইতেছে, এনিমি অনাদি বলিয়া বোধ হইতে পারে না, তবে এই জগ ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ?

১৫শ উত্তর।—পয়ার।

সৃষ্টি প্রকরণ যাহা নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে।
প্রকাশ করেন শিব দেবীর সাক্ষাতে ॥
তাহার যথার্থ অর্থ পদ্য বিরচনে।
বিস্তারিয়া বলি শুন সাধু সর্ব্বজনে ॥
নিরাকার এক ব্রহ্ম বেদাগমে কন।
স্বীয় শক্তি মায়াযোগে গুণবান হন ॥

নির্গুণ হইয়া পুনঃ সগুণ নিশ্চিত।
চণক আকার সেই বল্কলে গোপিত॥
বল্কলের মধ্যেতে সমান দুই ভাগ।
প্রকৃতি পুরুষ দুই অংশে কামযাগ॥
চিরদিন কামভোগে বহু সুখোদয়।
তথাপি শক্তির ইচ্ছা পূর্ণ নাহি হয়॥
বাসনা হইল বহু শরীর ধরিব।
পুরুষ যোগেতে কাম সম্ভোগ করিব॥
সেই ইচ্ছাক্রমে অণ্ড প্রসবেন সতী।
অণ্ড মধ্যে বিরাজেন পুরুষ প্রকৃতি॥
অন্ত নাহি হয় অণ্ড ক্রমেতে উদয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞা তেকারণে হয়॥
এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত কিছু সব।
ক্রমেতে বলিব সর্ব্বে কর অনুভব॥
অধভাগে সপ্তম পাতাল সংজ্ঞা হয়।
ঊর্দ্ধে ক্রমে সপ্ত স্বর্গ জানিবে নিশ্চয়॥
প্রথমে ভূর্লোক তদূর্দ্ধেতে ভুবর্লোক।
স্বর্লোক তদূর্দ্ধে যথা বেদের অন্তক॥
তদূর্দ্ধেতে মহার্লোক পরম সুন্দর।
তদূর্দ্ধেতে জনলোক অতি ভয়ঙ্কর॥
তদূর্দ্ধেতে তপলোক অতি সুশোভিত।
তদূর্দ্ধেতে সত্যলোক পরম গোপিত॥
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র সহ।
চণক আকার দুই অংশে এক দেহ॥
মহাজ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি স্বরূপ।
স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে হন নানা রূপ॥
তৃণাদি দেব পর্য্যন্ত সাকার যতেক।
ব্রহ্মাণ্ডের জীবসংখ্যা বর্ণিব কতেক॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সুরাসুরাদি কিন্নর।
কীট পতঙ্গাদি পশু পক্ষ আর নর ॥
বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত কিছু জীব।
উপাধি বিভিন্ন সর্ব্বে শক্তি আর শিব ॥
জ্বলন্ত অগ্নির কণা নানা স্থান গতে।
নানা নাম ধরে ক্রমে পাত্র বিশেষেতে ॥
বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যতেক বর্ণিত।
জন্যদেহে সে সকল আছয়ে নিশ্চিত ॥
দেহে আর ব্রহ্মাণ্ডেতে কিছু ভেদ নাই।
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ মাত্র জানিবে সবাই ॥

ইহার বিশেষ প্রমাণ নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে উক্ত হইয়াছে;
যথা।—আকাশাদ্দ্বায়তেবায়ু বায়ুরুৎপদ্যতেরবি।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতেমহী।
পঞ্চভূতৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুপর্ব্বতাত্মজে ॥

অস্যার্থ। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, বা
হইতে অগ্নির উৎপত্তি, অগ্নি হইতে জলোৎপত্তি ও
জল হইতে মৃত্তিকা অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে
কিন্তু তন্ত্রান্তরে কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন যে, কে
একের গুণে উৎপত্তি নহে, পরস্পর পৈতৃক গুণ সংযে
দ্বারা ভূতাদির উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কেবল আকাশ হই
বায়ুর উৎপত্তি, আকাশ এবং বায়ু উভয়ের সংযোগে অ
উৎপত্তি, আকাশ বায়ু এবং অগ্নির সংযোগে জলো
পত্তি হয়, আকাশ বায়ু অগ্নি এবং জল এই চতুর্ভূ
সংযোগে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ,
আকাশের গুণ শব্দ, সুদ্ধ বায়ুর গুণ স্পর্শ, সুদ্ধ অগ্নির
রূপ, সুদ্ধ জলের গুণ রস এবং সুদ্ধ পৃথিবীর গুণ গ
কিন্তু পরস্পর পৈতৃক গুণের অনুবৃত্তি বশতঃ ঐ ভূ

রগুণ বৃদ্ধি হয়, যেহেতু কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, দ এবং স্পর্শ গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, শব্দ স্পর্শ এবং রূপ এই গত্রয়বিশিষ্ট অগ্নি, শব্দ স্পর্শ রূপ এবং রস এই চতুর্গুণ-শিষ্ট জল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ এতৎ পঞ্চগুণা থবী, ইহার অন্যথা নাই। অতএব ঐ পঞ্চ ভুতের দ্বারা ্য দেহ উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলও তত্তৎগুণের ধার হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ আকা-র অংশে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, একারণ শব্দগ্রাহক াত্র হইয়াছে। বায়ুর সত্ত্বাতে ত্বক অর্থাৎ চর্ম্মের উৎ-ত্তি, একারণ চর্ম্মে স্পর্শশক্তি হইয়াছে। অগ্নির সত্ত্বাতে ের উৎপত্তি, এজন্য চক্ষু রূপগ্রাহক হইয়াছে। জলের াতে রসনার উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত রসগ্রাহক রসনা হই-ছে। পৃথিবীর সত্ত্বাতে নাসিকার উৎপত্তি, এই জন্য গ্রাহক নাসিকা হইয়াছে। অতএব এই জগৎ াও এক চৈতন্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই তন্যের অস্তিত্ব বিষয়ে এই মাত্র কল্পনা করা হয়, ্তীত তাঁহার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় না। সুতরাং চৈতন্য-এক পুরুষ আছেন, ইহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত, ং যুক্তিসিদ্ধ। এক্ষণে জীবোৎপত্তির বিবরণ বর্ণন তেছি শ্রবণ কর।

পয়ার।

জীবের নিয়ম যাহা মূলে দরশন।
তাহার প্রকৃত অর্থ শুন বিবরণ॥
প্রথমে স্থাবর লক্ষ বিংশতি জনম।
জলজন্তু নব লক্ষ তদন্তে নিয়ম॥
একাদশ লক্ষ জন্ম কৃমি তদন্তরে।
দশ লক্ষ পক্ষী জন্ম হয় তার পরে॥

তদন্তরে পশু জন্ম ত্রিশ লক্ষ ভোগ।
চতুর্লক্ষ বানর বানরী সহযোগ ॥
ইত্যাদি চতুরশীতি লক্ষ জন্ম গতে।
মনুষ্য জনম হয় ঈশ্বর ইচ্ছাতে ॥
ক্রমেতে চতুরশীতি লক্ষ জন্ম হয়।
ঈশ্বর ঘটিত জন্ম স্বধর্ম্মেতে ক্ষয় ॥
তদন্তরে মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম পায়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য বিচার তাহায় ॥
কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়ে সংসারেতে ঘোরে।
পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় পুনঃ পুনঃ মরে ॥
চৌরাশী লক্ষ আর সহস্র জনম।
করিবে দেহ ধারণ এই সে নিয়ম ॥
তদন্তরে হবে তার নির্ব্বাণ মুকতি।
লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে কন দেব পশুপতি ॥
জন্ম পূর্ণ না হইলে মোক্ষ নাহি তার।
স্বর্গভোগ নাহি হয় পাপ আছে যার ॥
জন্ম পূর্ণ না হইতে মুক্তি ইচ্ছা যার।
দীক্ষিত হইয়া যদি করে বীরাচার ॥
শক্তি সাধনের ফলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
নির্ব্বাণ মুকতি তার নাহিক সংশয় ॥
অতএব শক্তি বিনা মুক্তি নাহি হয়।
সযতনে শাক্ত ধর্ম্ম করহ আশ্রয় ॥

দেহীর পুনর্জ্জন্ম কথনং।

১৬শ প্রশ্ন। এ দেহের পতনান্তে জীবের অন্য
হওয়ার প্রমাণ কি?

১৬শ উত্তর। প্রাণী সকলের সুখ দুঃখের তারত
তাহার প্রমাণ। দেখ কোন মনুষ্য রাজকুলে জন্ম

করিয়া, জাবজ্জীবন নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করত সচ্ছন্দ-চিত্তে পরলোক গমন করে, কেহ বা সুদারিদ্রের গৃহে, এবং কেহ বা নীচ বংশে জন্মিয়া যাবজ্জীবন অপার দুঃখ-ভোগ করে। এবং কোন কোন লোক জীবনের নানা অবস্থায় এবং নানা ফেরে পতিত হয়, কেহ২ বা সাতিশয় সুস্থ্যাবস্থায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, কাহাকে কাহাকেও বা চির-কাল রোগ ভোগ করিতে হয়। কোন পশু বা পক্ষী স্বাধীনাবস্থায় সুখে অরণ্যে বিচরণ করে, কেহ বা নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাস হইয়া অসীম কষ্ট সহ্য করে। এই সকল বিচিত্র ঘটনার কারণ পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, কেন না পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে, একের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবে না। বিশেষতঃ সামুদ্রিক বিদ্যাকুশল ব্যক্তিরা করকোষ্ঠী দৃষ্টে লোকের শুভাশুভ, এবং জন্ম মরণাদি তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে পারেন, যদি জীবের পূর্ব্বদেহ স্বীকার না করা যায়, তবে করে কোষ্ঠী লিখিত থাকার কারণ কি বলা যাইতে পারে? অনন্তর ইহাও কদাচ সম্ভব হইতে পারে না যে পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন না। এবং ভৌতিক দেহ ব্যতীত ঐ দণ্ডাদির ভোগও সম্ভবে না, ইহা বাইবেল এবং কোরাণেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বরং কথিত উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অস্মদাদির শাস্ত্রোক্ত পুনর্জন্ম ঘটিত মতের সম্পূর্ণ পোষ-কতাই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, মানব দেহের পতনান্তে আত্মাসকল স্ব স্ব কর্ম্মা-নুসারে স্বর্গে বা নরকে গিয়া পৃথিবীর চরমাবস্থা পর্য্যন্ত সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, পরে শেষ দিবসে পরমেশ্বর সেই সকল আত্মা যে যে শরীরে ছিল, তাহা মৃত্তিকা-

বিবর অর্থাৎ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে ত্বদীয় দেহে প্রবিষ্ট করাই দিয়া তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার করত প্রতিফল প্রদান করেন, ইহাতে পুনর্জন্ম স্বীকারের ব্যভিচার কি আছে ? কেন না ভৌতিক দেহ মৃত্তিকা মধ্যে থাকিলে কিছুকাল পরে তাহা যে মৃত্তিকাই হয় ইহার কোন সন্দেহ নাই, এ বিধায় শেষ দিনে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটী নুতন দেহের উৎপত্তির প্রয়োজন সহজেই অনুমিত হইতেছে,এবং পূর্ব্বজন্মের তাৎপর্য্য পুনর্দেহ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে,সুতরাং যদিও অস্মদাদির শাস্ত্রের সহিত ঐ ঐ শাস্ত্রের শব্দগত ভেদ দৃষ্ট হয়,তথাচ তাৎপর্য্যের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র নাই। অধিকন্তু ভগবদ্গীতার ১৭ ও ১৯ পৃষ্ঠায় দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোক দৃষ্ট কর।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আগম প্রচার।

১৭শ প্রশ্ন। সংসারে আগমোক্ত আচার ব্যবহার কি প্রকারে প্রচার হইল ?

সপ্তদশ উত্তর।—পয়ার।

গোলোকেতে মহাবিষ্ণু রাধিকা সহিত।
দ্বাপরের অন্ত দেখি পরম চিন্তিত ॥
কহেন রাধিকা প্রতি চারি যুগ ধর্ম্ম।
যে যুগে যে ব্যবহার যেমতে যে কর্ম্ম ॥
সত্যযুগে বেদাচারে মর্ত্যবাসীলোকে।
সাধিত পরমেশ্বরে পরম কৌতুকে ॥
ত্রেতাযুগে স্মৃতিমতে করিত সাধন।
পিতৃশ্রাদ্ধ যাগ যজ্ঞ দেবাদি পূজন ॥
দ্বাপরেতে পুরাণের মতে সর্ব্ব নর।
করিত সকল কর্ম্ম হরিষ অন্তর ॥

সফল হইত কর্ম্ম সুখে ছিল লোক।
না ছিল অকাল মৃত্যু না পাইত শোক ॥
দ্বাপর হইলে সাঙ্গ কলিযুগ হবে।
বেদ স্মৃতি পুরাণোক্ত কর্ম্ম না ফলিবে ॥
আগমোক্ত কর্ম্ম ধর্ম্ম যযন যাজন।
পিতৃশ্রাদ্ধ যাগ যজ্ঞ ভজন সাধন ॥
করিলে হইবে সিদ্ধি পাবে কর্ম্ম ফল।
অন্যমতে কর্ম্ম কৈলে হবে অমঙ্গল ॥
মর্ত্ত্যবাসী আগমে না করিবে বিশ্বাস।
কদাচারে কর্ম্মলোপে হবে বর্ণ নাশ ॥
কর্ম্মে ধর্ম্মে আচারে জাতির পরিচয়।
একাচারী সর্ব্ব বর্ণে হইবে নিশ্চয় ॥
অতএব যুগধর্ম্ম পালন কারণ।
জন্মেছেন যদুবংশে রোহিণীনন্দন ॥
আগমোক্ত কুলাচার প্রকাশ্য রূপেতে।
পালিবেন যদুশ্রেষ্ঠ পরমানন্দেতে ॥
মদ্য মাংসাদি ভোজনে হৈয়ে আনন্দিত।
করিবেন কৃষিকর্ম্ম গোপের সহিত ॥
সেহেতু তাঁহার নাম হবে হলধর।
মহাবীর ভাব শিবতুল্য কলেবর ॥
পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে শক্তি সাধন প্রধান।
কিন্তু সে সাধন পরমাতি গোপ্যমান ॥
পরশক্তি যোগ ভিন্ন গোপন না হয়।
তুমি আমি মর্ত্ত্যলোকে চল সুনিশ্চয় ॥
মর্ত্ত্যলোক কর্ম্মভূমি কর্ম্ম কৈলে নর।
ভোগে কর্ম্মফল প্রাপ্তি সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর ॥
তোমাকে সেবিব আমি সিদ্ধির কারণ।
আমাকে সেবিবে তুমি নাহিক বারণ ॥

এক কর্ম্মে দুই জন সফল হইব।
সিদ্ধ হয়ে দোঁহে পুনঃ গোলোকে আসিব ॥
আমরা উভয়ে কুলাচার আচরিলে।
সেইমত অনুগামী হইবে সকলে ॥
এত বলি রাধাকৃষ্ণ গোলোক ত্যজিয়া।
আগম পালন হেতু শরীর ধরিয়া ॥
কলিযুগে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা অষ্টমীতে।
অষ্টাবিংশতি দিবসে পঞ্চম রাত্রেতে ॥
আবির্ভূত হন কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
কলিযুগে বামাচার করিতে পালন ॥
ব্রহ্মপুরাণেতে আছে প্রমাণ ইহার।
পদ্যছন্দে তার অর্থ হইল প্রচার ॥
ষড়াম্নায় বিবরণ হইল যখন।
আগম শব্দার্থ দেবী সুধান তখন ॥
তাহাতে বলেন শিব আগমার্থ যাহা।
সর্ব্বজন জ্ঞাপনার্থে প্রকাশিনু তাহা ॥
আগত শিবের মুখে গত গৌরীমুখে।
মত প্রকাশেন বাসুদেব সকৌতুকে ॥

মহামায়ার সাধনাবশ্যক।

তন্ত্রসারে উক্ত আছে শুন তার মর্ম্ম।
যে কারণে আবশ্যক হয় শাক্ত ধর্ম্ম ॥
মায়ায় মোহিত লোক ভ্রময়ে সংসারে।
সদসৎ অনুভব করিতে না পারে ॥
মায়া ত্যাগ হেতু মহামায়ার সাধন।
মহামায়া সাধন আশ্চর্য্য বিবরণ ॥
বৈদিকি আচার যাহা আছয়ে বিহিত।
মহামায়া সাধনে তাহার বিপরীত ॥

বৈদিক আচারে নিরামিষ্য অত্যাচার।
মহামায়া সাধনে আগম কুলাচার ॥
নিষেধ বিধি নাহি তার সকলি স্বধর্ম্ম।
দিব্য বীরভাবে করিবেক সর্ব্ব কর্ম্ম ॥
সদ্গুরু নিকটে ক্রম দীক্ষিত হইয়া।
পূর্ণাভিষেকেতে দিব্য বীরভাবাশ্রিয়া ॥
মহামায়া সাধন করিবে যেই নর।
কর্ম্মাতীত জীবন্মুক্ত দ্বিতীয় শঙ্কর ॥
দেহ ত্যাগে পুনঃ তার জন্ম নাহি হয়।
নির্ব্বাণ মুক্ত সেই জন নাহিক সংশয় ॥

দশ মহাবিদ্যার উপাখ্যান।

১৮শ প্রশ্ন। মহামায়ার ভাবার্থে শক্তিদেবী মাত্রেই বুঝায়, তবে তন্ত্রেতে দশ মহাবিদ্যার যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি? আর তন্মধ্যে কোন্ দেবী আশু মুক্তিদাত্রী, এবং তাঁহার সাধনার প্রণালীই বা কি প্রকার?

১৮শ উত্তর।—পয়ার।

বিদ্যোৎপত্তি তন্ত্রে যাহা শিবের বচন।
তাহার যথার্থ অর্থ করহ শ্রবণ ॥
মহাবিদ্যা কালী তারা একই শরীর।
সাধনে পরম পদ পায় দিব্য বীর ॥১॥
ষোড়শী শ্রীবিদ্যা আর ভৈরবী ভুবনা।
ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বিদ্যা পঞ্চজনা ॥
সিদ্ধিবিদ্যা বগলা মাতঙ্গী লক্ষ্মী তিন।
ধর্ম্মফলে নাম ভেদ বুঝিবে প্রবীণ ॥
সরস্বতী শ্বেতবর্ণা কন বেদাগমে।
সত্য আদি চারি যুগে বর্ণভেদ ক্রমে ॥

সত্যে শুক্লা ত্রেতা রক্তা পীতা দ্বাপরেতে।
কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণা আগমের মতে ॥
নীলবর্ণা সাধনেতে বাক্যসিদ্ধি হয়।
নীল সরস্বতী নাম তেকারণে কয় ॥
সংসারের জীব ত্রাণ করেন যাহাতে।
তারিণী তারার নাম কহেন তাহাতে ॥ ২ ॥
শৃঙ্গার বিহীনে জন্ম সুন্দরীর হয়।
তেকারণে নির্গুণা ষোড়শী বিদ্যা কয় ॥
সাধকের শ্রী প্রদান করেন যাহাতে।
সেহেতু শ্রীবিদ্যা নাম কহে আগমেতে ॥৩॥
ভুবন পালনকর্ত্রী ভুবনেশী নাম।
উৎপত্তি পালন দুই গুণে অনুপাম ॥
বিনাশে নাহিক শক্তি মহামায়া যেঁই।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গ দাত্রী তেঁই ॥ ৪ ॥
কাল ভৈরবের ভার্য্যা দুঃখবিনাশিনী।
ভৈরবী তাঁহার নাম কন শূলপাণি ॥
সৃষ্টি স্থিতি নাশ তিন শক্তি একাধারে।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নকাল অনুসারে ॥ ৫ ॥
রজ সত্ত্ব তমো তিন গুণে মহামায়া।
আত্ম শিরচ্ছেদিয়া পালেন ভক্ত-কায়া ॥
ছিন্নমস্তা নাম প্রকাশিত ত্রিজগতে।
প্রচণ্ড চণ্ডীকা নাম হয় আগমেতে ॥ ৬ ॥
ধূম্রাসুর বিনাশ করেন যবে দেবী।
ধূমাবতী নাম হয় সর্ব্ব দেব সেবি ॥
ধূমাকারে সাধকেরে দেন চতুর্ব্বর্গ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর জীবনান্তে স্বর্গ ॥ ৭ ॥
জগৎজননী মাতা জননী সমান।
নানা সুখ ভোগ মোক্ষ সাধকে প্রদান ॥

বকার বরুণবীজ জীবের জীবন।
জল হৈতে চরাচর সৃষ্টির সৃজন॥
গকার শক্তির যোনি জনম যাহাতে।
যোনি সাধনেতে সিদ্ধি বলেন তাহাতে॥
নকার পৃথিবীবীজ ধরণীমণ্ডল।
যাহাতে আশ্রয় করি পায় কর্ম্মফল॥
আকার চৈতন্যকারী জ্ঞানপ্রদায়ক।
বগলা নামের গুণ বুঝহ সাধক॥ ৮॥
মদমত্তা সদা দেবী সর্ব্বাপত্তারিণী।
মাতঙ্গী প্রসিদ্ধ মাতঙ্গাসুরনাশিনী॥ ৯॥
বৈকুণ্ঠ নগরে বাস করেন যাহাতে।
কমলা নামেতে পূজ্যা হয়েন তাহাতে॥
লক্ষ্মীরূপে পাতালেতে করেন নিবাস।
নানা শস্যরূপে পুনঃ হয়েন প্রকাশ॥
বৈশ্যের সেবিতা দেবী শস্যনিবাসিনী।
কৃষি সাধনেতে ভূমে উদ্ভবা আপনি॥
ব্রহ্মচর্য্য সাধন করয়ে যেই জন।
তাহারে বৈমুখ লক্ষ্মী সেই সে কারণ॥ ১০॥
এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধিবিদ্যা নাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পূর্ণ সর্ব্ব কাম॥
নানা ভোগ অভিলাষী মনুষ্য যাহাতে।
এক ব্রহ্ম নানা রূপে প্রকাশ তাহাতে॥
যে সাধক যাহা মনে কামনা করিবে।
সেই ভোগ জন্য সেই দেবতা ভজিবে॥
তাদৃশ তাঁহার দত্ত ফল ভোগ করি।
নিষ্কাম হইলে মুক্তি কন ত্রিপুরারি॥
নির্ধনে কৃপণে পরধর্ম্মাচারী জনে।
পাষণ্ডে নিন্দুকে শঠে অভক্তে নির্গুণে॥

আস্থাহীনে নিজ পুত্রে মহাবিদ্যা ধন।
দেখাবে না শুনাবে না শিবের বারণ ॥
মোহক্রমে নিষেধ না মানে যদি নর।
শিবহত্যা পাপ তার হইবে সত্বর ॥

কালী-মাহাত্ম্য।

বিদ্যা, মহাবিদ্যা, সিদ্ধিবিদ্যা তিন জাতি।
নানাবিধ বিদ্যা ইহাঁদের অন্তঃপাতি ॥
তিনযুগে সকলে ছিলেন ফলদাতা।
ঘোর কলিযুগে নিদ্রাগতা সর্ব্বমাতা ॥
একা মহাকালী মাত্র জাগ্রতা কলিতে।
তাঁহার সাধনা বিধি পঞ্চ তত্ত্বাদিতে ॥
কলিযুগে কালী ভিন্ন কার্য্য করে যেই।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞে কিছু ফল নেই ॥
কলিযুগে কালীকা সাধয়ে যেই জন।
সদসৎ বিচারেতে নাহি প্রয়োজন ॥
কলিতে সুসিদ্ধা একা কালীকা কেবলা।
চরাচরব্যাপিনী সে কালীকা একেলা ॥
একা কালী কলিযুগে সর্ব্ব বরপ্রদা।
কলৌ কালী সিদ্ধিবিদ্যা সুখদা মোক্ষদা ॥
কলিযুগে অন্য বিদ্যা নাই কদাচিত।
অন্য বিদ্যা নাই নাই নাই সুনিশ্চিত ॥
কলিযুগে কালী সিদ্ধাবরপ্রদায়িনী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নির্ব্বাণকারিণী ॥
কালী ভিন্ন অন্য দেব যে করে সাধন।
অসক্ত শক্তিতে রতি সম্ভোগ যেমন ॥
কালী ভিন্ন যেই জন মোক্ষ ইচ্ছা করে।
গুরু বাক্য ত্যজি সিদ্ধ হয় যথা নরে ॥

কালী ভিন্ন রাজ্যধন ইচ্ছা করে যেই।
ভোজ্য ত্যজে ক্ষুন্নিবৃত্তি ইচ্ছা করে সেই॥
সেই নর ধন্য জ্ঞানী দেবের পূজিত।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সুদীক্ষিত॥
সুখী সাধু বেদবেত্তা হয় সেই জন।
সেই ধ্যাননিষ্ঠ সর্ব্বানন্দপরায়ণ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয় অনায়াসে সেই।
কার্য্য অকার্য্য বিচার কিছু তার নেই॥
যে জন কালীকা জ্ঞানে পূজা করে শক্তি।
জীবত্বে শিবত্ব জীবনান্তে পায় মুক্তি॥
সদ্গুরু নিকটে কালীমন্ত্র যেই পায়।
গ্রহণমাত্রেতে তার পূর্ব্ব পাপ যায়॥
ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি যত করয়ে সাধক।
কালীকা সদত হন কর্ম্ম বিনাশক॥
অনন্তরূপিণী কালী চতুর্ব্বর্গদাত্রী।
ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা পালিকা সংহর্ত্রী॥
স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য নিত্য দেন সাধকেরে।
নির্ব্বাণ মুকতি দেন কুলীন দিব্যেরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি করিয়া যতন।
মস্তকে ধরেন কালীচরণ-রতন॥
কলিতে কালীকা একা সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী।
অকর্ম্মা অন্য সকল ঈশ্বর ঈশ্বরী॥
শান্তি বৈশ্য স্তম্ভন বিদ্বেষ উচ্চাটন।
মারণ প্রভৃতি যত ষট্‌কর্ম্ম সাধন॥
সর্ব্ব কর্ম্মে সফলতা কালীর সাধনে।
কালী ভিন্ন ফলদাত্রী নাহি ত্রিভুবনে॥
কালীকা পূজনে শ্রদ্ধাবান যেই নর।
গ্রহপীড়া নাহি শিবতুল্য কলেবর॥

অনন্তরূপিণী বিদ্যা শিবের কথিত।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালীবিদ্যা জানিবে নিশ্চিত ॥
অধম যদ্যপি কালীমন্ত্রে দীক্ষা হয়।
বর্ত্তমানে জীবন্মুক্ত নাহি ভব ভয় ॥
ত্রৈলোক্যে দুর্ল্লভা একা কালী মহাবিদ্যা।
ষট্ স্বর্গনিবাসী যত সকলে অসিদ্ধা ॥
কালীকে জানিলে জীবন্মুক্ত হয় নর।
শিবতুল্য মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ চিন্তা নাই সাধনে যাঁহার।
মিত্রামিত্র দূষণাদি নাহিক বিচার ॥
পরিশ্রম দেহকষ্ট নাহিক সাধনে।
অসময় সময়াদি শরীর শোষণে ॥
ধনব্যয় বাহুল্যতা আবশ্যক নাই।
সর্ব্ব মনস্কামনা পূরাণ মহামায়ী ॥
সর্ব্বসিদ্ধি হস্তগত কালী সাধকের।
জিহ্বা অগ্রে সরস্বতী বৈসে সে নরের ॥
গদ্য পদ্য কবিতা রচয়ে অনায়াসে।
বিপক্ষ দুর্ব্বল তার লক্ষ্মী স্থিরাবাসে ॥
রাজা হন দাস তুল্য কালীর কৃপায়।
রাত্রিকে করয়ে দিবা রজনী দিবায় ॥
সর্ব্বজন বশীভূত হয় আজ্ঞাকারী।
আর যত গুণ কত বর্ণিবারে পারি ॥
নানা সুখ সম্ভোগ করিয়া চিরকাল।
দেবী সঙ্গে করে বাস তুল্য মহাকাল ॥
সর্ব্ব জীবের জীবন গ্রাসেন মহাকাল।
কালকে গ্রাসেন কালী নাশি মায়াজাল ॥
অতএব কলিযুগে কালীমন্ত্র সার।
পঞ্চতত্ত্বে উপাসনা কর কুলাচার ॥

তত্ত্ব জ্ঞান কথনং।

১৯শ প্রশ্ন। পঞ্চ তত্ত্ব কাহাকে বলা যায়? এবং সেই উপাসনাই বা কি প্রকার?

১৯শ উত্তর। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একাদশ পটলে যথা—

শ্রীদেব্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাম্মহাদেব পবিত্রাহং নচান্যথা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং॥

মহাদেবের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তি।

অস্যার্থ। হে দেবাদিদেব মহাদেব! তোমার প্রসাদে আমি পবিত্র হইয়াছি, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রার্থ শ্রবণে মনো-মালিন্য বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সুদুর্ল্লভ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই আশু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং পরমদুর্ল্লভং।
শ্রুত্বা গোপয় যত্নেন স্বযোনিমিব সুন্দরি॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে॥

অস্যার্থ। মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! গুহ্যাতি-গুহ্য পরম দুর্ল্লভ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কিন্তু ইহা স্বীয় যোনিতুল্য গোপন করিতে যত্ন করিবে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন, এই পঞ্চ তত্ত্ব নির্ব্বাণমুক্তির অর্থাৎ অব্যাহতির কারণ।

তথা। অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষমাপ্নুয়াৎ।

মুদ্রাসেবনমাত্রেণ ভূপূজ্য বিষ্ণুরূপধৃক্।
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥

অস্যার্থ। হে পার্ব্বতি! মদ্য সেবন করিলে সাধকে অষ্টৈশ্বর্য্য, পরম মোক্ষ লভ্য হয়। মাংস সেবন করিলে সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়, আর মৎস্য সেবনে কালী প্রত্যক্ষ হয়, মুদ্রাসেবন ফলে বিষ্ণুতুল্য হইয়া পৃথিবীতে পূজ্য হয়, আর মৈথুন সেবায় মাদৃশ মহাযোগী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তথা। তন্ত্রান্তরেষু দেবেশি ময়ৈব কথিতংপুরা।
মাহাত্ম্যঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য বিস্তারেণ মহামতে॥
তত্ত্বজ্ঞানমিদং কান্তে নির্ব্বাণমুক্তিকারণং।
একত্র পঞ্চতত্ত্বঞ্চ যত্রৈব মিলিতং ভবেৎ॥
তত্রৈবাহং প্রগচ্ছামি তে নরা মৎসমাঃ সদা।
সা নাম্নী কালিকারূপা মৃতে তস্যাং প্রলীয়তে॥
যে নরাঃ সাধুরূপাশ্চ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণাঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চ তে প্রোক্তা ব্রহ্মরূপা নচান্যথা॥

অস্যার্থ। হে দেবেশি! অন্যান্য তন্ত্রেতে আমি এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বলিয়াছি যে, তত্ত্বজ্ঞানই নির্ব্বাণমুক্তির কারণ, আর যে স্থানে ঐ পঞ্চতত্ত্ব একত্রিত হয়, সেই স্থানে আমি সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করি, এবং সেই পঞ্চতত্ত্বসাধক সর্ব্বদা আমার তুল্য, আর সেই শক্তি জীবসত্ত্বে কালীরূপা, এবং দেহান্তে কালীদেহে লয় হয়, আর তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ যে সাধক সেই জীবন্মুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ, তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই।

তথা। সাযুজ্যাদি মহামোক্ষং নিযুক্তং ক্ষত্রিয়াদিষু।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি তত্ত্বপরায়ণঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং পরতত্ত্বে প্রলীয়তে॥

যথাতোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরী।
তত্রৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি ॥
ইতি তে কথিতং কান্তে তত্ত্বজ্ঞানং বিমোক্ষদং।
যেন জ্ঞান প্রসাদেন মোক্ষসিদ্ধির্নসংশয় ॥

অস্যার্থ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন বর্ণে পঞ্চতত্ত্ব সেবা করিলে, সাযুজ্য, সারূপ্য এবং সালোক্য এই ত্রিবিধ মোক্ষের পাত্র হইবে, আর ব্রাহ্মণে পঞ্চতত্ত্ব সেবা করিলে, পরতত্ত্বে লীন হইবেক। যদ্রূপ জলে জল মিশ্রিত হইলে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্ব সেবার ফলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। হে কান্তে! যে জ্ঞান প্রসাদে নিশ্চিত মোক্ষসিদ্ধি হয়, তাহা আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই বাক্য সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানিবে। তন্ত্রান্তরে আর একটী ইতিহাস স্বরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাও পদ্যছন্দে বলিতেছি শ্রবণ কর।

শুকদেবোপাখ্যান।

লঘু-ত্রিপদী।

বৈশাখ মাসেতে, রজনীযোগেতে,
পূর্ণচন্দ্র সুশোভনে।
কৈলাস শিখরে, রত্নময় ঘরে,
হরগৌরী দুই জনে ॥
নানা রস রঙ্গে, কৌতুক প্রসঙ্গে,
সুখেতে বঞ্চেন নিশি।
করিয়া বিহার, আনন্দ অপার,
গৌরী বামভাগে বসি ॥

মায়া বাক্যছলে, অনেক কৌশলে,
জিজ্ঞাসেন দিগম্বরে।
করি প্রণিপাত, শুন প্রাণনাথ,
ক্ষোভিত আছি অন্তরে ॥
বেদাগম যত, বলিয়াছ কত,
শুনিয়াছি বহুতর।
কর্ম্মকাণ্ডময়, নির্ব্বাণ না হয়,
ভোগ বাড়ে নিরন্তর ॥
ভোগাতীত হয়, তব দেহে লয়,
কিম্বা আমার শরীরে।
সেই উপদেশ, কহ সবিশেষ,
না জিজ্ঞাসি যেন ফিরে ॥
যদি মিথ্যা বল, নারী জ্ঞানে ছল,
পূর্ব্বে জান আমি সতী।
তেয়াগিব দেহ, নাহিক সন্দেহ,
সত্য সত্য পশুপতি ॥
শুনি ত্রিলোচন, সজল লোচন,
কহেন গৌরীর আগে।
জিজ্ঞাসিলে যাহা, সত্য কব তাহা,
শুন গৌরী মহাভাগে ॥
যদি মিথ্যা কই, তোমা হারা হই,
সত্য সত্য এই বাণী।
এতেক বলিয়া, শপথ করিয়া,
কহিছেন শূলপাণি ॥
তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি, এই মম উক্তি,
বেদাগমে প্রকাশিত।
সেই তত্ত্বজ্ঞান, অতি গোপ্যমান,
কহিলাম সুনিশ্চিত ॥

যে পাবে সে জ্ঞান, তাহার নির্ব্বাণ,
সংশয় নাহিক তায়।
করিলে প্রকাশ, লোকে উপহাস,
নির্ব্বাণ ফল না পায়॥
মদ্য মাংস মীন, মুদ্রা শস্যাধীন,
মকার চতুর্থ এই।
মৈথুন সহিত, পঞ্চম বিহিত,
মকার পঞ্চম সেই॥
এই পঞ্চ তত্ত্ব, সেবিলে শিবত্ব,
মরিলে নির্ব্বাণ মুক্তি।
বেদ পুরাণেতে, প্রকাশ্য রূপেতে,
নাহি করি আমি উক্তি॥
কাষ্ঠের মধ্যেতে, অগ্নি যে রূপেতে,
আছয়ে জান নিশ্চিত।
সে অগ্নি প্রকাশ, না হৈলে বিশ্বাস,
নাহি করে কদাচিত॥
অতএব শুন, তত্ত্বজ্ঞান পুনঃ,
ইহা ভিন্ন নাহি আর।
এই তত্ত্বজ্ঞান; হইলে নির্ব্বাণ,
সত্য কহিলাম সার॥
পরম গোপন, এ সব কথন,
প্রাণান্তে না প্রকাশিবে।
প্রকাশ করিলে, অজ্ঞানী সকলে,
শিব মিথ্যাবাদী কবে॥
এ ধর্ম্ম গোপন, করণ কারণ,
বিপরীত শাস্ত্র যত।
বলিয়াছি পূর্ব্বে, আজি হৈতে সর্ব্বে,
তাহাতে হবে বিরত॥

তস্করের ভয়ে, কণ্টক ঘেরিয়ে,
উত্তম ফলের বৃক্ষ।
গৃহস্থ যেমন, করয়ে রক্ষণ,
অন্য শাস্ত্রে সেই লক্ষ্য ॥
কথা হৈল সাঙ্গ, গৌরী নিদ্রাভঙ্গ,
পুনঃ জিজ্ঞাসেন বাণী।
তত্ত্বজ্ঞান বল, শুনিতে বিকল,
হইল আমার প্রাণী ॥
কন ত্রিলোচন, তত্ত্ব বিবরণ,
বলিয়াছি বিস্তারিত।
কহেন পার্ব্বতী, শুন পশুপতি,
আমি ছিলাম নিদ্রিত ॥
কিছু শুনি নাই, তোমার দোহাই,
মিথ্যা নহে এই বাণী।
শুনিয়া শঙ্কর, সক্রোধ অন্তর,
কে শুনিল অগ্রে জানি ॥
করি যোগ লক্ষ্য, জানি শুকপক্ষ,
ত্রিশূলে করি আহ্বান।
কন ত্রিশূলেরে, বধিয়া শুকেরে,
শীঘ্র আন তার প্রাণ ॥
চলিল ত্রিশূল, শুকেরে নির্ম্মূল,
করিতে মানস করি।
শুনি তত্ত্বজ্ঞান, শুক বলবান,
উড়িল গগনোপরি ॥
দিক্‌দিগন্তর, ভ্রমিয়া কাতর,
দুর্ব্বল হইল অতি।
ব্যাসের রমণী, নিদ্রাবশায়িনী,
দিগম্বরী ঋতুবতী ॥

দেখিয়া কৌতুক, সভয়েতে শুক,
উদরে প্রবেশ করে।
শুকে বধিবারে, শূল যোনি দ্বারে,
দাঁড়াইয়া ডাকে হরে ॥
প্রসব হইলে, শিবের ত্রিশূলে,
বধিবে শুকের প্রাণ।
গর্ভের মধ্যেতে, শুক আনন্দেতে,
করেন ব্রহ্ম ধেয়ান ॥
গর্ভ হৈল ভারি, অচলা সে নারী,
ব্যাসদেব সকাতর।
ভূমিষ্ঠ হইতে, নানা স্তুতিমতে,
শুকেরে কন বিস্তর ॥
শুক বলে গুরু, আমি কল্পতরু,
শিবদত্ত তত্ত্বজ্ঞানে।
ভূমিষ্ঠ হইলে, বধিবে ত্রিশূলে,
দেখ শূল বিদ্যমানে ॥
শুনি বেদব্যাস, করিয়া আশ্বাস,
করেন শিবের স্তুতি।
আশুতোষ হর, ব্যাসে দিয়া বর,
শুকে দেন অব্যাহতি ॥
ত্রিশূলে নৈরাশ, করি বেদব্যাস,
পুনশ্চ শুকেরে কন।
ভয় গেল দূরে, আইস বাহিরে,
গর্ভস্থ যে মহাজন ॥
শুনি শুক কয়, শুন মহাশয়,
গর্ভে আছি দিব্যজ্ঞানে।
ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞান যাব ভুলে,
মহামায়ার শাসনে ॥

যদি মহামায়া, হইয়া সদয়া,
বর দেন সুনিশ্চয়।
দেহেতে আমার, তাঁর অধিকার,
কখন নাহিক হয় ॥
শুক বাক্য শুনি, ব্যাস মহামুনি,
করি যত্ন প্রাণপণ।
যথা বিধিমতে, পরমানন্দেতে,
করেন মায়া সাধন ॥
মহামায়া কন, শুন তপোধন,
যে বর চাহ তা দিব।
সানন্দেতে মুনি, বলেন জননী,
অন্য বর কি করিব ॥
কোন মহাশয়, আমার আলয়,
রমণীর গর্ভবাসে।
দ্বাদশ বৎসর, যুড়িয়া উদর,
আছেন মহা হরিষে ॥
দেহেতে তাঁহার, তব অধিকার,
কোনকালে নাহি হবে।
এই বর চাহি, শুন মহামায়ী,
রক্ষা পাই আমি তবে ॥
বলেন অভয়া, শুক প্রতি দয়া,
আছে মম নিরন্তর।
দেহেতে তাহার, মম অধিকার,
না হবে কেমন বর ॥
জ্ঞানরূপা হয়ে, শুক দেহে রয়ে,
সর্ব্বদা পাইব সুখ।
অজ্ঞানীর দেহে, আমি মায়া মোহে,
চিরদিন দেই দুখ ॥

আজ্ঞা হৈল যবে, শুকদেব তবে,
গর্ভ হৈতে নিঃসরিল।
মহামায়া নাই, আনন্দ সদাই,
বনে গমন করিল॥
মায়াতে মোহিত, ব্যাস সুনিশ্চিত,
পুত্র জ্ঞানে স্নেহ ক্রমে।
পাছে পাছে যান, ফিরাইতে চান,
ব্যাকুলিত চিত্ত ভ্রমে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী শুক, নাহি তার দুখ,
সহজে গমন করে।
কণ্টক জঙ্গল, উচ্চ নীচ জল,
সমস্থল সর্ব্বস্তরে॥
মুদিত নয়নে, সমান গমনে,
সম্মুখে বৃক্ষ পর্ব্বত।
বিভাগ হইয়া, মধ্যদেশ দিয়া,
শুকে দেন সোজা পথ॥
ব্যাস মায়াময়, সদুঃখ হৃদয়,
কণ্টকে চলিতে নারে।
পথে পথে যায়, বিলম্ব তাহায়,
নৌকা যোগে নদীপারে॥
যেখানে পর্ব্বত, তথা নাহি পথ,
অচল বেড়িয়া চলে।
না পারে ধরিতে, পড়িয়া পশ্চাতে,
ডাকে শুক ফের বলে॥
শুক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি শুনে বাণী,
আত্ম পর সমজ্ঞান।
ব্যাসের দুর্গতি, দেখিয়া পার্ব্বতী,
অগ্রপথে অধিষ্ঠান॥

মায়া সরোবরে, সখী সমিভ্যারে,
সকলে যুবতী বেশ।
বিবসনা হয়ে, কুলে দাঁড়াইয়ে,
ক্রীড়াতে অভিনিবেশ ॥
সেই স্থান দিয়া, গেলেন চলিয়া,
শুকদেব মহাশয়।
তাহাতে কাহার, নাহিক বিকার,
রস রঙ্গে সবে রয় ॥
তাহার পশ্চাতে, যান সেই পথে,
বেদব্যাস মহাঋষি।
দেখি নারীগণ, মলিন বদন,
লজ্জাতে জলে প্রবেশি ॥
বেদব্যাস কন, শুন নারীগণ,
তোমাদের কি আচার।
শুক নামে যেই, অগ্রে গেল সেই,
সুযুবা বয়স তার ॥
তাহারে দেখিয়া, বিবসনা হৈয়া,
নানা কৌতুক করিলা।
আমি বৃদ্ধ অতি, অঙ্গে ভীমরথী,
দেখিয়া লজ্জা পাইলা ॥
নারীগণ কয়, তুমি মায়াময়,
মোহে অজ্ঞান গোসাই।
অগ্রে গেল যেই, ব্রহ্মজ্ঞানী সেই,
স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই ॥
উচ্চ নীচস্থল, তরু গিরি জল,
না হয় যার বিশেষ।
চরাচর যত, সব একমত,
ভেদের নাহিক লেষ ॥

তুমিত অজ্ঞান, বলিয়া সন্তান,
তার পিছে পিছে যাও।
পরের যুবতী, দেখি হৃষ্টমতি,
ঘন ঘন ফিরে চাও॥
কামে মতি যার, বদন তাহার,
দেখিলেই লজ্জা হয়।
নিষ্কাম যে জন, পুরুষে সে জন,
কখন গণনা নয়॥
এতেক শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া,
ব্যাস যান নিজালয়।
বনে যান শুক, পরম কৌতুক,
তত্ত্বজ্ঞান সহৃদয়॥
শিব মুখে যাহা, শুনেছেন তাহা,
সকলি ছিল স্মরণ।
সেই অনুসারে, জানান সবারে,
গ্রন্থ করি বিরচন॥
অতএব শুন, পঞ্চতত্ত্ব গুণ,
আমি কি বর্ণিতে পারি।
চতুঃষষ্টি তন্ত্রে, বহুমন্ত্রে যন্ত্রে,
প্রকাশেন ত্রিপুরারি॥

উক্ত শুকদেব কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থের সারার্থ পশ্চাৎ র্ণন করিব, যেহেতু তাহার ভাবার্থ অতি উৎকৃষ্ট এবং রম গোপনীয়। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা য়, প্রশ্ন কর।

পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ।

২০শ প্রশ্ন। প্রভো! আপনি আজ্ঞা করিলেন যে, গমের অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের মতেই এইক্ষণে তাবৎ উপা-

সনা প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহাতে অতি কদর্য্যাচারের বিধান আছে, অর্থাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার যে উপদেশ আছে, ইহাতে সর্ব্ব সাধারণ লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

২০শ উত্তর। পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ অনবগত হেতু তুমি তাহা দূষ্য বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহাও রূপক বাক্য, তৎপ্রমাণ আগমসারে যাহা পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যথা—

সোমধারা ক্ষরেদ্যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ ॥ ১ ॥
মাশব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনঃ প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংসসাধকঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু সএব মৎস্যসাধকঃ ॥৩॥
সহস্রারে মহাপদ্মে কালীকা মুদ্রিতা চ যৎ।
অস্তি তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং।
সূর্য্যকোটীপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটীসুশীতলং।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥ ৪ ॥
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
রেকস্তু কুঙ্কুমাভাঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকারোজসমারুহ্য একদা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
[illegible] জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ্ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতং।

অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং।
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমংতত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি।
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমিরীতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমুপলেপনং।
জপনং বসনং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥৫ ॥

অস্যার্থ। হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই মদ্য-সাধক ॥ ১ ॥

হে রসনপ্রিয়ে! মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ অবিরত ভক্ষণকারী অর্থাৎ (বাক্যসংযমক যোগী) মাংস-সাধক ॥ ২ ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তৎখাদক অর্থাৎ (ঈড়া পীঙ্গলা নাড়ির মধ্যে নিরন্তর গতাযাত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী) মৎস্যসাধক ॥ ৩ ॥

হে দেবেশি! সহস্রারেমহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে আত্মা কেবল পারার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রভা কোটী সূর্য্যের তুল্য, এবং তিনি কোটী চন্দ্র তুল্য সুশীতল, অতিশয় সুন্দর এবং মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত, এতদ্রূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রাসাধক বলা যায় ॥ ৪ ॥

মৈথুন পরম তত্ত্ব, যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মৈথুনে সিদ্ধি এবং সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। রেফ্ কুঙ্কুম বর্ণকুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহা-যোনিস্থিত। হে প্রিয়ে! আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একতা হয়েন, তখন সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আত্মাতে রমণ করণ হেতু আত্মারাম বলা যায়, অতএব রামনাম তারকব্রহ্ম এই নিশ্চিত। হে মহেশানি! মৃত্যু-কালে (রাম) এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়॥৫॥

এই মৈথুন তত্ত্ব তোমার স্নেহেতে প্রকাশ করিলাম। মৈথুন পরম তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সর্ব্ব পূজা-ময়, জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ পূজা করিলে, সর্ব্বমন্ত্র প্রসন্ন হয়। যথা—ন্যাস আলিঙ্গন, ধ্যান চুম্বন, আবাহন শীতকার, নৈবেদ্য উপলেপন, রমণ জপ, দক্ষিণা রেতঃপাত, এই কথা সর্ব্বথা গোপন করিবে, যেহেতু তাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়।

সামান্য পঞ্চমকারের ফল।

২১শ প্রশ্ন। তবে যাহারা সামান্য মদ্যপান, ও মৎস্য মাংস আহার, এবং রমণীরমণ করণপূর্ব্বক সাধনা করে, তাহাদিগের গতি কি হওয়া সম্ভব?

২১শ উত্তর। তাহাদিগের বুদ্ধি এবং ব্যবহারের উপর তাহা নির্ভর করে, কেন না যদি তাহারা আপনাপন অভীষ্টদেবের তুষ্টি, পঞ্চমকার ব্যতীত হওয়ার অসাধ্যতা জ্ঞানে আনীত নারীকে স্ব স্ব উপাস্যদেবী ভগবতী বোধে সুদ্ধ তাহারই প্রীতি জন্মাইবার এবং আসক্তি পূর্ণ করি-বার নিমিত্ত তাহাকে মদ্যাদি পান করাইয়া, আপনি

প্রসাদমাত্র গ্রহণ এবং নিজে কামাতুর না হইয়া রতি-ক্রীড়া করে, তবে ঐ ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হওয়া প্রযুক্ত দোষরহিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় করিতে থাকে, সুতরাং কালে চিত্তসুদ্ধি হইয়া উঠে। কিন্তু যে সকল লোকে নিজ সুখার্থে মদ্যপান ও মাংসাদি আহার, এবং রমণী সম্ভোগ করে, তাহাদিগের অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় গতি হয়।

সামান্য পঞ্চমকারের দ্বারা সাধনার বিধান হইবার হেতু।

২২শ প্রশ্ন। এরূপ ভয়ানক সাধনা যাহাতে ইষ্ট অনিষ্ট উভয় ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার বিধান শাস্ত্রে হওয়ার হেতু কি?

২২শ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গুণের গতিকে লোকের প্রবৃত্তি হয়, এবং আরো বলি যে, যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই, তাহাতে তাহাকে প্রবর্ত্ত করা বিফল, যেহেতু অনিচ্ছায় কিছুতেই মনোনিবেশ এবং উৎ-সাহ হয় না। তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা পঞ্চমকারের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্য মদ্যাদিতেই রত থাকে, এ নিমিত্ত তামসিক উপাসনাই তাহাদিগের পক্ষে বিধেয়। উহারা সাত্ত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ কর্ণে স্থান দেয় না, সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের উপায়ার্থে বীরা-চারের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এতদাচারও গৌনকল্পে মোক্ষসাধক জানিবে, যদ্রূপ কোন রোগীর তিক্তরসবিশিষ্ট ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক, রোগ-ীর রুচিকর যে মিষ্টান্ন তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক ঐ ঔষধযুক্ত মিষ্টান্ন আহার করা-

ইয়া কালে তাহার রোগ শান্তি করেন, তদ্রূপ সত্ত্ব গু
দয়ের বিরোধী যে পঞ্চমকার তাহার সহিত ভগব
রাধনারূপ ভবরোগের ঔষধ সেবন করিলে উদ্দেশ্য
প্রাপ্তি হয়।

তান্ত্রিকমতের সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ।

২৩শ প্রশ্ন। উক্ত উপাসনার প্রণালী যাহা
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদবলম্বনে কাহারো সিদ্ধ হও
প্রমাণ আছে কি না?

২৩শ উত্তর। ঐ তন্ত্রই তাহার প্রমাণ, কেন না হি
শাস্ত্রে পুস্তক বিক্রয় নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ এক্ষণে
যন্ত্র ও কাপিরাইট আক্ট্ দ্বারা গ্রন্থ প্রস্তুতে যেরূপ ল
উপায় হইয়াছে, পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের অধিক
তদ্রূপ ছিল না, এ বিধায় কেহ কোন পুস্তক বিক্রয়
ণের ইচ্ছা করিলেও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি হওয়া দুঃস
ছিল, সুতরাং কোন ব্যক্তি যে অর্থলাভের নিমিত্ত
তন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না।
কন্তু কোন এক ব্যক্তির এতাধিক আয়ু সম্ভবে না
তিনি একক ঐ তাবৎ তন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন,
তাহা সাধ্য বিবেচনা করিলেও, তন্ত্র সকলে এতা
মতের অনৈক্যতা দৃষ্ট হয় যে, তাহা একের লেখনি উ
হওয়া দূরে থাকুক, এক গুরুর শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের
ক্রমে লেখারও অসম্ভব, যেহেতু কোন তন্ত্রে শিব নির্
ধারণে নিষেধ, এবং তন্ত্রান্তরে তদ্বিধি আছে, এবং
তন্ত্রে অশৌচকালে এবং দ্বাদশ্যাদি তিথিতে সন্ধ্যা বন্দ
নিষেধ এবং কোন তন্ত্রের মতে তাহা বৈধ হইয়া
এবং কোন তন্ত্রে বিল্বপত্রের বৃন্ত সহিত পূজা করি

নিষেধ আছে, এবং তন্ত্রান্তরে তাহার বিপরীত বিধি-লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব ঐ অসংখ্য তন্ত্রকারেরা স্ব স্ব লিখিত মতে সিদ্ধ না হইলে, এরূপ অলাভবাণিজ্যে তাঁহাদের প্রবর্ত্ত হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না, বরং আপনারা সিদ্ধ হইয়া লোকের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনা প্রণালী প্রচার করাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিতে হইবেক। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে করিতে পারিলে তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। অত্র বিষয়ে আরো একটী উদাহরণ স্বরূপ প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ কর।

বিশ্বামিত্রের বিপ্রত্ব প্রাপ্তি।

মূল গ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্রেতে লিখিত।
তাহার যথার্থ হৈল পদ্য বিরচিত॥

ত্রিপদী।

বশিষ্ঠ নামেতে ঋষি, চিরকাল বনে বসি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য গণেশেরে।
নানামত মতান্তরে, বহুযুগ যুগান্তরে,
সাধিয়া সাধেন মহেশেরে॥
কার না হইল দয়া, দৈবযোগেতে বিজয়া,
বন মধ্যে দেন দরশন।
দেখি মুনি হৃষ্ট হয়ে, বিজয়া নিকটে গিয়ে,
স্বদুঃখ করেন নিবেদন॥
বহু যুগ যুগান্তর, শুষ্ক করি কলেবর,
সর্ব্বদেব সাধিনু যতনে।
কারো না হইল দয়া, উপায় বল বিজয়া,
এবে প্রাণ ধরি কি কারণে॥

শুনিয়া বিজয়া কন, শুন শুন তপোধন,
কালী, তারা একই শরীর।
যাঁহারে বিশ্বাস হয়, সাধ ত্যজিয়া সংশয়,
বামাচারে মন করি স্থির॥
সত্য শুন মহাশয়, সিদ্ধ হইবা নিশ্চয়,
মিথ্যা নহে বচন আমার।
মন্ত্র লহ দেই কাণে, সাধ অতি সাবধানে,
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে তোমার॥
ভক্তি ভাবে তপোধন, মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
তপস্যা করেন পশ্বাচারে।
সিদ্ধ না হইল যবে, কুপিত হইয়া তবে,
শাপ দিতে উদ্যত তারারে॥
তখনি আসি বিজয়া, মুনিরে করিয়া দয়া,
বলেন অসিদ্ধির কারণ।
না করিলে বামাচার, কোন শক্তি দেবতার,
মন্ত্র সিদ্ধি নহে কদাচন॥
শুনি মুনি যত্নবান, মদ্যভূমী যেই স্থান,
তথা গিয়ে জানেন বিশেষ।
মূলপত্র ফুল ফল, নানা শস্য অন্ন জল,
মদ্যময় সকলি সে দেশ॥
বাস করিয়া সে স্থানে, অন্ন জলাদি ভোজনে,
বামাচারী হন তপোধন।
সাধনে প্রবৃত্ত হন, তারা আসি দরশন,
দিয়া বর যাচেন তখন॥
মুনি কন বর চাই, কাম ধেনু যদি পাই,
অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
স্বস্তি বলি মহামায়া, মুনিবরে দিয়া মায়া,
যান যথাস্থানে ত্রিলোচন॥

দেবরাজে আজ্ঞা হৈল,মুনি কামধেনু পাইল,
বনমধ্যে করেন বসতি।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,
মুনিবর করেন অতিথি॥
দৈবযোগে একদিন, বিশ্বামিত্র বলহীন,
মৃগয়ায় পরিশ্রম করি।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, গহন বন ভিতর,
দেখিলেন বশিষ্ঠ কুটারি॥
মুনি নাই আশ্রমেতে,বিশ্বামিত্র সসৈন্যেতে,
ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর অতিশয়।
বারম্বার কহে রাজা, অতিথের কর পূজা,
নতুবা শাপিব সুনিশ্চয়॥
শুনিয়া রাজার বাণী, কামধেনু অভিমানী,
বশিষ্ঠের বিপদ দেখিয়া।
আপনি প্রত্যক্ষ হৈলা,ঊর্দ্ধমুখেতে ডাকিলা,
দেবরাজে বার্ত্তা জানাইয়া॥
স্বর্গ হৈতে দাস দাসী,যাহাতে যে অভিলাষী,
বস্ত্রাসনাভরণ ভুষণ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, ষড় রস উপাদেয়,
ভুলোকের দুর্ল্লভ যে ধন॥
রত্নময় বহুতর, অপূর্ব্ব আশ্রম ঘর,
বিশ্বামিত্রে দিলেন যৌতুক।
নৃপতি বিস্মিত হৈল, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল,
দেখিয়া সে আশ্চর্য্য কৌতুক॥
আতিথ্য স্বীকার করি, চলিলেন নিজ পুরী,
ভৃত্যগণে করি অনুমতি।
আমার হুকুম ধর, অপেক্ষা নাহিক কর,

আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যগণ, গাভী করিল বন্ধন,
হেনকালে আইল মুনিবর।
দেখিয়া আশ্চর্য্য কাণ্ড.মুনি ভাবেন প্রকাণ্ড,
এ কি হৈল বনের ভিতর ॥
ক্রমেতে নিকটে আসি, জিজ্ঞাসেন হাসি২,
জানিলেন বৃত্তান্ত সকল।
সুরভির কর্ম্ম যত, হয়ে সব অবগত,
ভাবে মুনি হইল বিকল ॥
রাজার সমীপে গিয়ে, করপুটাঞ্জলি হয়ে,
গাভী ভিক্ষা চান মুনিবর।
রাজা বলে তুমি ঋষি, চিরকাল বনবাসী,
গাভী কেন কুঁড়ের ভিতর ॥
বনফল ভক্ষ্য তব, কি কার্য্য তব বৈভব,
গাভী দেহ লয়ে আমি যাই।
যদি সহজে না পাব, বলেতে লইয়া যাব,
সত্য কহি তোমার দোহাই ॥
এতেক বলি রাজন, ভৃত্যে কন কু বচন,
শীঘ্রগতি গাভী লয়ে চল।
বান্ধিয়া লইয়া যায়, গাভী মুনি-মুখ চায়,
সকাতরে নয়ন সজল ॥
মুনি কন বিশ্বমাতা, তুমি পরম দেবতা,
তোমা পাইয়াছি তপফলে।
মহারাজা বলবান, মোরে করি অপমান,
তোমারে লইয়া যায় বলে ॥
সদয় হইয়া মনে, থাক আমার ভবনে,
এই বর মাগি তব স্থানে।
শুনি সুরভি তখন, ঊর্দ্ধমুখে ঘনে ঘন,

ডাকে সুরভি নন্দিনী, দেবরাজ শব্দ শুনি,
দেব সৈন্য পাঠান সত্বর।
শেল শূল খড়্গ ঢাল, ভুশুণ্ডি তোমরি জাল,
নানাবিধ অস্ত্র বহুতর ॥
আকাশমার্গ হইতে,সৈন্য আসে আচম্বিতে,
যথা বশিষ্ঠের তপোবন।
মুনির নিকটে আসি, দেবসৈন্য অস্ত্র রাশি,
রাখিয়া করয়ে নিবেদন ॥
পাঠাইল দেবরাজ, করিতে তোমার কাজ,
আজ্ঞা কর কি কার্য্য তোমার।
মুনি কন বিশ্বামিত্র, হইয়া ক্ষত্রিয় পুত্র,
অপমান করয়ে আমার ॥
দেবতা অতিথি জন্য, কামধেনু মহা ধন্য,
আমার আশ্রমে চিরদিন।
রাজা আপন আজ্ঞায়, সুরভিরে লয়ে যায়,
আমারে দেখিয়া বলহীন ॥
রাজারে করিয়া জয়, কামধেনু মমালয়,
আনি দেহ মাগি এই দান।
শুনি দেবসৈন্য যত, রাজসৈন্য করি হত,
রাজারে করয়ে অপমান ॥
সুরভি নন্দিনী লয়ে, মুনিবরে ভেট দিয়ে,
সসস্ত্রেতে সবে স্বর্গে যায়।
রাজা অপমান হৈয়ে, পাত্রমিত্রে সম্বোধিয়ে,
মনদুঃখে করেন বিদায় ॥
বলেন বিবেক মনে, শুন পাত্রমিত্রগণে,
আমি আর রাজ্য না করিব।
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র বল, ব্রহ্ম বল বড় বল,
এই দেহে ব্রাহ্মণ হইব ॥

তপস্যা করিব বনে, যত দিনে নিরঞ্জনে,
দেখা পাই নিজ কর্ম্মফলে।
ভিক্ষুকে দিলেক লাজ, রাজ্যতে নাহিক কাজ,
রাজ্য কর তোমরা সকলে॥
এই প্রতিজ্ঞা আমার, সত্য সত্য তিনবার,
ব্রাহ্মণ হইব সুনিশ্চয়।
এত বলি বিশ্বামিত্র, নিজ রাজ্যে পাত্রমিত্র,
বিদায় করিল সমুদয়॥
রাজবেশ পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,
প্রবেশ করিল তপোবনে।
বহু যুগ অনিবার, করি ব্রহ্মচর্য্যাচার,
ঐকান্তিক ব্রহ্মার সাধনে॥

পয়ার।

প্রথমতঃ করয়ে ব্রহ্মার উপাসনা।
তাঁহা হৈতে পরিপূর্ণ না হয় কামনা॥
ব্রহ্মার আদেশে করে বিষ্ণুর সাধন।
বিষ্ণু হৈতে ব্রাহ্মণত্ব না পান রাজন॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদেব আরাধনা করে।
ব্রাহ্মণত্ব নাহি হয় ক্ষত্র কলেবরে॥
দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশ পেয়ে।
শিবের সাধন মুনি করে মন দিয়ে॥
আশুতোষ মহাদেব দয়ার সাগর।
দর্শন দিলেন আসি মুনির গোচর॥
মহাদেবে দর্শন পাইয়া মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তব করে বহুতর॥
দেবের দেবতা মহাদেব দয়াময়।
[illegible]॥

বিশ্বামিত্র স্তবে তুষ্ট হইয়া মহেশ।
মুনিকে কহেন ব্রহ্ম জ্ঞান উপদেশ ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ব্রাহ্মণত্ব নাহি হয়।
ব্রহ্মময়ী মহা বিদ্যা কালিকা নিশ্চয় ॥
তাঁর একাক্ষরী মন্ত্র কালী বীজ নাম।
যে ভজে তাহার পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥
সেই বিদ্যা সাধন করহ মুনিবর।
সে ফলেতে ব্রাহ্মণত্ব পাইবে সত্বর ॥
ইত্যাদি বলিয়া শিব হন অন্তর্ধ্যান।
বিশ্বামিত্র করিল সাধন অনুষ্ঠান ॥
একান্ত পরম ভক্তি সহিত যতন।
কুলাচার বিধানেতে সাধেন রাজন ॥
তপে তুষ্ট জগদম্বা করাল বদনী।
রুদ্র সহ আসি দেখা দিলেন আপনি ॥
প্রসন্না বদনে দেবী বলেন তখন।
যে বর বাসনা তব মাগহ রাজন ॥
সেই বর দিব আমি নাহিক সংশয়।
অন্যথা নাহিক হবে কহিনু নিশ্চয় ॥
শুনি বিশ্বামিত্র মুনি হরিষ অন্তর।
আত্ম নিবেদন করে হইয়া কাতর ॥
ব্রহ্মাদি সকল দেব করি আরাধনা।
ব্রাহ্মণত্ব চাহি মাত্র এই সে কামনা ॥
কোন দেব হইতে কাম পূর্ণ নাহি হয়।
বিপ্রত্ব দেহিমে মাতা হইয়া সদয় ॥
রাজার প্রার্থনা শুনি করাল বদনী।
স্বামী প্রতি কটাক্ষ করেন সনাতনী ॥
হিতভাবে সঙ্কেতে বলেন বেদমাতা।
বঝিয়া [illegible] ॥

হস্তদ্বয় প্রসারিয়া দিয়া আলিঙ্গন।
বিশ্বামিত্রে বিপ্রত্ব দিলেন ত্রিলোচন ॥
সেইক্ষণ হৈতে রাজা বিপ্রত্ব পাইল।
সর্ব্বশাস্ত্রে চারি বেদে অধিকারী হৈল ॥
একাক্ষরী কালী বিদ্যা সাধনের ফলে।
ব্রহ্মার সদৃশ সৃষ্টি করেন কৌশলে ॥
চতুর্ব্বর্গদাত্রী মাতা ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
তৎপ্রসাদে বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥
প্রার্থনার অধিক নাহিক দেন বর।
সেহেতু ব্রাহ্মণ নাহি হয় মুনিবর ॥
অতএব বামাচার সাধন প্রধান।
ভক্তিযোগে করিলে সে পায় ব্রহ্মজ্ঞান ॥
আদ্যাশক্তি মহাকালী দেবের জননী।
পালনকারিণী বিশ্ব নির্ব্বাণ দায়িনী ॥
জলেতে বুদ্বুদাকারে ডিম্ববৎ হয়।
পুনরায় সেই ডিম্ব জলে হয় লয় ॥
সেইরূপ ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব আদি যত।
কালীর উদরে সর্ব্বে জন্মে প্রথমত ॥
মহাপ্রলয়ের কালে কালীর দেহেতে।
পুনর্লয় হবে কন নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে ॥
শক্তি ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাহি হয়।
আদ্যাশক্তি মহাকালী জানিবে নিশ্চয় ॥
কালিকার তিন গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
কালি অংশে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীব ॥
দক্ষিণাস্ত কৈলে যথা কর্ম্মসিদ্ধি হয়।
জন্ম দক্ষিণাস্ত কালী সাধনে নিশ্চয় ॥
কর্ম্মফল ভোগ জন্য যত দেহধারী।

দক্ষিণা সাধন কৈলে কর্ম্ম সিদ্ধি হয়।
কর্ম্ম নাশে জন্ম নাশ কি আর সংশয়॥
অতএব জন্ম নাশে দক্ষিণা কারণ।
দক্ষিণা-কালিকা নাম কন পঞ্চানন॥
সদ্য গুরুর নিকটেতে শুনি উপদেশ।
দ্বিজ চন্দ্রনাথ বিরচিল সবিশেষ॥

তন্ত্র সকল শিব উক্তি বলার হেতু।

২৪শ প্রশ্ন। তন্ত্রকারেরা স্ব স্ব নাম গোপনপূর্ব্বক শিব উক্তি বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্র সকল প্রচার করায় যখন তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ কপটতা প্রকাশ পাইতেছে তখন তাঁহারাই যে নিজে নিজে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহাই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে?

২৪শ উত্তর। মূঢ়লোকেরা যাদৃশ ঈশ্বরের বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাদৃশ মানব বচনে প্রত্যয় করে না, এই জন্য সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা বাইবেল এবং কোরাণ দৃষ্টেও জানিতে পারা যায়, অতএব ঐ প্রবৃত্তিজনক কৌশল হিতকারী বলিয়া নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র সকল মনুষ্যের মুখ হইতে নির্গত হইলেও তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত ঐ মনুষ্য নহে, কেন না কোনও বস্তুর উৎপাদনে মনুষ্যের ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই। কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি বলেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিয়ন্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহে অতএব এমন কোন শাস্ত্রই নাই যে তাহা ঈশ্বর প্রণীত বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ সিদ্ধ-পুরুষেরাই শিব সজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে লিখিত

জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ॥

অস্যার্থ। জীবই শিব, শিবই দেবতা, এবং সে যে জীব তিনিই কেবল অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত শিব, কেব পাশবদ্ধ হেতু জীব, পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি তৃতীয় পটলে।

তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ।
কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মঃ মুক্ত সদা শিবঃ॥

অস্যার্থ। যেমন তুষাচ্ছাদিত যে শস্য তাহারই না ব্রীহি এবং তুষ রহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীবসঞ্জ এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই সদাশিব নাম হয় শিবের কটাক্ষপাতে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হওনের ইতিহাস আছে তাহারও হেতু ঐ, কেন না কাম দম না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত যো গণকেই জীতেন্দ্রিয় গুণে কাম বিনাশক বলা যায় অতএব সিদ্ধ-পুরুষেরা যখন ষড়্‌রিপুজয় এবং অষ্টপা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা শিবনামে বিখ্যা হওয়াতে কিছুমাত্র দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

অষ্ট পাশের অর্থ।

২৫শ প্রশ্ন। অষ্টপাশ কাহাকে বলা যায়?

২৫শ উত্তর। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে। যথা

ঘৃণা লজ্জা ভয়ংশোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা।

অস্যার্থ। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কু শীল, জাতি এই অষ্ট প্রকারকে পাশ সঞ্জা দেওয়া হইয়াছে কুল, শীল জাতি শব্দে কুলের শীলের এবং জাতির অ

যদ্দ্বারা বন্ধন হয়) সর্ব্বসাধারণ লোকের অবাঞ্ছিত বন্ধন, এবং সুদুর্লভ যে মুক্তি, তাহার প্রকৃত ভাবা- ই উক্ত অষ্টপাশে বদ্ধ থাকার নাম বন্ধন, আর তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি, ইহা ব্যতীত বদ্ধ এবং মুক্তির অন্য কোন প্রকার নাই। অতএব মুক্ত পুরুষে- রাই শিব সংজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আর পরমেশ্বরের মায়ারূপা যে শক্তি তিনিই পার্ব্বতী নামে বাচ্য হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত-বক্তা ও শ্রোত্রী যে হরপার্ব্বতী তাঁহারা দেবদেবীরূপ দম্পতী নহেন। তবে যে ঐ পার্ব্বতীর উপাসনা করিবার উপদেশ আছে, তাহার কারণ এই যে, পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক নহে, যথা অগ্নির যে দাহিকা শক্তি তাহা অগ্নি হইতে কদাচ ভিন্ন জ্ঞান করা যায় না, সুতরাং মায়ার উপাসনায় পরম পুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

ভাবস্য আবশ্যকত্বং।

২৬শ প্রশ্ন। কুলাচার সাধনে ভাবাশ্রয় করণের যে বিধি হইয়াছে, তাহার কারণ কি ?

২৬শ উত্তর। কুলাচার সাধনে ভাবাশ্রয় করণ অত্যাবশ্যক, যে হেতু ভাবাশ্রয় ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল নহে ; বিশেষতঃ নানা প্রকার বিঘ্ন সম্ভবে। ইহার একটী প্রমাণ দর্শাইতেছি, শ্রবণ করুন।

যথা। ভাবচূড়ামনৌ দেব্যুবাচ।

সর্ব্ব তন্ত্রেষু বিদ্যাষু ভাবসঙ্কেতমেব হি।
তথাপি শক্তিতন্ত্রেষু বিশেষাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদং॥
ভাবস্তু ত্রিবিধ দেব দিব্যবীর পশুক্রমাৎ।

দ্বিতীয়ো মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ঃ সর্ব্বনিন্দিতঃ।
বহুজপাৎ তথা ক্লেশাৎ কায়ক্লেশাদি বিস্তরৈঃ॥
ন ভাবেন বিনা দেব মন্ত্রতন্ত্রফলপ্রদা।
কি জিতেন্দ্রিয়ভাবেণ কিং কুলাচারকর্ম্মণা॥
যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা ন স্যাৎ কুলপয়ারণঃ।
ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলসাধনং॥
ভাবেন কুলবৃদ্ধিঃস্যাৎ ভাবেন কুলশোধনং।
কিং ন্যাসবিস্তারেণৈব কিং ভুতশুদ্ধিবিস্তরৈ॥
কিং তথা পূজনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে।
কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা মন্ত্রো বা কেন জপ্যতে॥
ফলাভাবশ্চ দেবেশ ভবোভাবাৎ প্রজায়তে।

অস্যার্থ।—পয়ার।

শিবের সাক্ষাতে দেবী কহেন কৌতুকে।
ভাবাশ্রয় করিবেক যেহেতু সাধকে॥
সর্ব্ব তন্ত্রে সর্ব্ব বিদ্যা সাধনে সর্ব্বদা।
বিশেষতঃ শক্তি তন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা॥
দিব্য বীর পশু এই তিন ভাব হয়।
আদ্য ভাব দিব্য শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বিতীয় মধ্যম ভাব বীরের বিহিত।
তৃতীয় সে পশুভাব সর্ব্বথা নিন্দিত॥
বহু জপ তপঃ কায় ক্লেশাদি সকল।
বিনা ভাবে মন্ত্র তন্ত্র সকলি বিফল॥
জিতেন্দ্রিয় কুলাচারী হয় যেই জন।
তন্ত্রমতে করে যদি ভজন সাধন॥
বহুকাল বহুবিধ বিদ্যা উপাসনা।
ভূতশুদ্ধিঃ ন্যাস জান তপো জপ নানা॥
[illegible] সিদ্ধি না হইবে।

যথা।—উড্ডিষে কালিকোবাচ।

দিব্যভাবং বিনা পুত্র মৎপাদাম্ভোজদর্শনং।
য ইচ্ছন্তি মহাদেব সমূঢ়ঃ সাধকঃ কথং॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

উড্ডিষ নিগমে দেবী শিবের সাক্ষাতে।
স্বরূপ বলেন যাহা শুন সংক্ষেপেতে॥
দিব্য ভাব বিনা কালী চরণ দর্শন।
ইচ্ছা করে যে সাধক অধম সে জন॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিবোবাচ।

জন্মাবধি পশুভাবং বর্ষষোড়ষকাবধিং।
ততস্তু বীরভাবঞ্চ যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্তৃতীয়ে দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবমৈক্যং যদাশিবে॥
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।

অস্যার্থ।—পয়ার।

জন্মাবধি ষোড়ষ বৎসর পশু ভাব।
বাল্যক্রীড়া সাবিত্রী সাধন বিদ্যা লাভ॥
সপ্তদশ বর্ষাবধি পঞ্চাশ যাবৎ।
বীরভাব সাধকের শরীর তাবৎ॥
পঞ্চাশাব্দ অতীত হইলে সেই বীর।
দিব্য ভাবাশ্রিত হয় নিষ্কাম শরীর॥
পশুভাব অন্ত হৈলে বীরের উদয়।
বীরভাবগতে দিব্য ভাব সুনিশ্চয়॥
তিন ভাব একত্র কদাচ নাহি হয়।

এতদ্বিধায়ে ভাবাশ্রয় করণ অত্যাবশ্যক, অতএব সেই ত্রিবিধ ভাবের লক্ষণ এবং আচার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

দিব্য ভাব লক্ষণং।

যথা।—কামাখ্যা তন্ত্রে দেবী প্রতি শিববাক্য।

শৃণু কামকলৈকান্তে যৎ পৃষ্ঠাৎ তত্ত্বমুত্তমং।
দিব্য সর্ব্ব মনোহারী মিতবাদী স্থিরাসনঃ॥
গুরু পাদাম্বুজে ভীরুঃ সর্ব্বত্র ভয়বর্জ্জিতঃ।
গভীর শিষ্ট বক্তা চ সতবধানকঃ সুধীঃ।
সর্ব্ব দর্শি সর্ব্ববক্তা সর্ব্ব দুষ্ট নিবারকঃ॥
সর্ব্বগুণান্বিতো দিব্যঃ সোহহং কিং বহুবাক্যতঃ।

অস্যার্থ।—পয়ার।

কামাখ্যা তন্ত্রেতে শিব দেবীর সাক্ষাতে।
প্রেমভাবে সম্বোধিয়া কন বিনয়েতে॥
শুন কাম কলৈকান্তে দিব্যের লক্ষণ।
যে ভাব আশ্রয়ে হয় জন্ম নিবারণ॥
সর্ব্ব মনোহারী হয় পরিমিত কথা।
স্থিরাসনে থাকে সদা গভীর সর্ব্বথা॥
শিষ্টবাদী সতাবধানক সুপণ্ডিত।
গুরুপাদ পঙ্কজেতে ভক্তি অবিরত॥
নির্ভয় সর্ব্বত্র গতি সর্ব্বদর্শী হয়।
সর্ব্ববক্তা সর্ব্বজ্ঞ সকলগুণময়॥
সর্ব্ব দুষ্ট নিবারণে সক্ষম সে জন।
স্বয়ং দেব তুল্য দিব্য স্বরূপ বচন॥

স্বেষ্ট দেবময় বিশ্ব করে দরশন।
এক ভিন্ন দুই নাহি মানে কদাচন॥
শক্তিময় জগৎ সর্ব্ব পুরুষ সে শিব।
সর্ব্ব ব্রহ্মময় বিশ্বে যত আছে জীব॥
আপনিও সেই দেবতার দেহধারী।
অভেদ জ্ঞানেতে মগ্ন দিব্য ভাবাচারী॥

বীরভাব লক্ষণং।

নির্ভয়ো ভয়দো বীরো গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
বাচালো বলবান্ সুদ্ধঃ পঞ্চতত্ত্বে সদা রতিঃ॥
মহোৎসাহোমহাবুদ্ধি র্মহাসাহাসিকাঽপিচ।
মহাশয়ঃ সদাদেবি সাধূনাং পালনে রতিঃ॥
তমোময়ঃ সদা বীরো বিলাসী চ মহৎ সুখং।
এবং বহুগুণৈর্যুক্তো বীররুদ্রসমঃ প্রিয়ে॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

বীরের লক্ষণ যাহা উক্ত তন্ত্রে উক্ত।
পয়ার প্রবন্ধে তাহা করিতেছি ব্যক্ত॥
নির্ভয় শরীর সদা স্বয়ং ভয়দাতা।
গুরুভক্তি পরায়ণ মুখে গুরুগীতা॥
বলবান্ বাচাল নির্ম্মল সদামতি।
ধর্ম্ম কর্ম্মে মহোৎসাহ পঞ্চ তত্ত্বে রতি॥
মহাবুদ্ধিমান্ মহাসাহসী সে হয়।
সাধু পালনেতে রত মহৎ আশয়॥
সর্ব্ব সুখ বিলাসী সে স্বয়ং তমোময়।
বহু গুণযুক্ত বীর রুদ্র তুল্য হয়।

সম্মোহনতন্ত্রে শিব উবাচ।

অথ বা দিব্যবদ্বীরো গৃহস্থঃ সুখমেধতে।
সমশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ॥
তুল্যনিন্দা স্তুতিঃ মৌনীঃ সান্তঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সৌচাসৌচাব্যবহিতো মানিমান বহিষ্কৃতঃ॥
তাম্বুলচর্ব্বণরত কুলপূজা সমন্বিতঃ।
কর্ম্মিষ্ঠঃ সর্ব্বদা কর্ম্মফল ত্যাগী বিশেষতঃ॥
দূতীযাগবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বদা কুলতোষকঃ।
সর্ব্বভুতহীতে যুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণী দয়ারতঃ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ো হৃষ্টস্তুষ্টশ্চ সর্ব্বদা।
হিতৈষি ভুতসংহানাং দেবতাগতমানসঃ॥
ভবেদ্ব্রহ্মানুসন্ধায়ী মিতভাসী মিতাশনঃ।
লিপ্যতে ন সপাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

সম্মোহন তন্ত্রে শিব কার্ত্তিক সমীপে।
বীরের লক্ষণ যাহা বলেন সংক্ষেপে॥
দিব্যের সদৃশ বীর সদা আনন্দিত।
কিন্তু গৃহধর্ম্ম সুখে না হয় বিরত॥
শত্রু মিত্র সম ভাব মান অপমান।
স্তুতি নিন্দা মৌনী তুল্য বীর মতিমান্॥
শান্তমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ সঙ্গবিবর্জ্জিত।
সুচি বা অসুচি সম নহে ব্যবহিত॥
মানে মান্য মনে গণ্য না করে কখন।
কুলাচারে রত সদা তাম্বুল ভক্ষণ॥
কর্ম্মকাণ্ডে দক্ষ কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগী।
দূতী যাগাদি কর্ম্মেতে হয় অনুরাগী॥

সর্ব্বভূত হিতে রত দয়ার সাগর।
আনন্দ অর্ণবে বীর ভাসে নিরন্তর॥
হৃষ্ট তুষ্ট সদা ইষ্টদেবগত মন।
ব্রহ্ম নিরূপণে চেষ্টাবান্ সযতন॥
পাপে নাহি লিপ্ত হয় বীরের শরীর।
নির্লিপ্ত যেমন পদ্ম-পত্রস্থিত নীর॥

পশুভাব লক্ষণং।

যথা কামাখ্যা তন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ।

পশূন্ শৃণু বরারোহে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।
অধমান পাপচিন্তাশ্চ পঞ্চতত্ত্ব বিনিন্দুকান্॥
কেচিচ্ছাগোপমা দেবী কেচিন্মেষোপমা ভুবি।
কেচিৎ খরোপমা ভ্রষ্টা কেচিচ্চ শূকরোপমাঃ॥
ইত্যাদিপশবো দেবী জ্ঞেয়া ভ্রষ্টা নরাধমাঃ।
এষাং দেবার্চ্চনাসিদ্ধিগণনং বা কুতো ভবেৎ॥
অতো হি পশবশ্ছেদ্যাঃ ভেদ্যাঃ খাদ্যাশ্চ বীরকৈঃ।
বর্জ্জিতাঃ সর্ব্বথা ভদ্রে পরমার্থবহিষ্কৃতঃ॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

কামাখ্যা তন্ত্রেতে শিব দেবী প্রতি কন।
যেমত প্রকার পশু ভাবের লক্ষণ॥
পশু ভাবাশ্রিত নর ধর্ম্মের বাহির।
পাপচিত্ত নরাধম পতিত শরীর॥
দেবের দুর্লভ যেই পঞ্চতত্ত্ব হয়।
তাহা নিন্দা করে তেঁই পশু নাম কয়॥
কেহ বা ছাগের তুল্য কেহ বা শূকর।
কেহ বা গর্দ্দভ কেহ মেষ কলেবর॥

ইত্যাদি পশুর ন্যায় সকল আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম আহার বিচার ॥
দেবতার পূজাতে নাহিক অধিকার।
পরমার্থবহিষ্কৃত না হয় নিস্তার ॥
অতএব পশুচ্ছেদ ভেদাদি করিয়া।
সর্ব্বদা খাইবে বীর আনন্দিত হইয়া ॥

তথা দেব্যুবাচ।

কিঞ্চিত্তৎ কথিতং নাথ সন্দেহপ্রবলীকৃতঃ।
ক্ষত্রো হি পশুভাবশ্চ গদিতোযং স্বয়ং সদা ॥
দেবতা নৈব জানাতি তস্মাৎ সমর্পিতং নহি।
ভুঞ্জ ভুঞ্জাশু সন্দেহ করুণাসাগর প্রভো ॥
সূর্য্যো যথা সদা হন্তিচান্ধকারাগমানপি।

অস্যার্থ।—পয়ার।

শুনিয়া শিবের কথা বলেন পার্ব্বতী।
সন্দেহ প্রবল হৈল শুন পশুপতি ॥
পূর্ব্বে বলিয়াছ তুমি পশুর আচার।
এবে বল কোন ধর্ম্মে নাহি অধিকার ॥
দেবতা পূজা চিন্তনে অধিকার নাই।
সন্দেহ বিনাশ কর বলিয়া গোঁসাই ॥
সূর্য্যের উদয়ে যথা যায় অন্ধকার ॥
সেরূপ সন্দেহ নাশ করহ আমার।

তথা ঈশ্বর উবাচ।

ভদ্রযুক্তং তয়াতভদ্রে ভদ্রস্ত শৃণুবিস্তরং।
যদুক্তং পশুভাবেহি কলোকস্তত্ত্বপালকঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি নঃ।
শিবেন গদিতং যদ্যত্তৎ সত্যমিতি ভাবয়েৎ॥
নিন্দাসুরাবয়োর্লোকা নিন্দাসু ভয়বিহ্বলঃ।
নিন্দায়াং পাতকং বেত্তি পশবঃ সপ্রকীর্ত্তিতঃ॥
তদাচারবদান্যাস্ত শৃণু সংশয়নাশনং।
হবিষং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বুলং ন স্পৃশেদপি॥
ঋতুস্নাতা বিনা নারীং কামভাবেন সংস্পৃশেৎ।
পরস্ত্রীত্তং কামভাবাত্তু দৃষ্ট্বা স্বর্ণং সমুৎসৃজেৎ॥
সংত্যজেন্মৎস্যমাংসানি পশুরেব সুনিশ্চিতঃ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রানি দানানি প্রভজেদপি॥
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদি বাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যং সমাকুলঃ॥
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ।
সদা দান সমাকুর্য্যাৎ যদিশ্চন্তি ধনানিচ॥
কার্পণ্যং নৈব কর্ত্তব্যং যদি ছেদাত্মনোহিতং।
সেবনং পরমং কুর্য্যাৎ পিত্রোর্নিত্যং সমাহিতঃ॥
পরনিন্দাঃ পরদ্রোহানহঙ্কারাদিকান্ ক্ষিপেৎ।
বিশেষেণ মহেশানি ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি॥
কদাচিদ্দীক্ষয়েদেব পশূংশ্চ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম॥

অস্যার্থ।—পয়ার।

দেবীর প্রার্থনা মতে বলেন শঙ্কর।
পশুভাবে ভদ্রযুক্ত হয় যাতে নর॥
কলিযুগে পঞ্চ তত্ত্ব পালন নিশ্চিত।
যে না পালে নিন্দা না করিবে কদাচিৎ॥
শিববাক্য সত্যজ্ঞানে করিবেক কর্ম্ম।
শিববাক্য মিথ্যা জ্ঞানে পরম অধর্ম্ম॥

মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা পরস্ত্রীগমন।
ভ্রান্তিক্রমে নিন্দা না করিবে কদাচিৎ॥
মোহক্রমে পাপীলোক যদি নিন্দা করে।
জীবত্বে পশুর সম নরক অন্তরে॥
পশুর আচার শুন সংশয়নাশন।
তাম্বুল অস্পৃহ সদা হবিষ্য ভোক্ষণ॥
ঋতুস্নাতা বিনা নারী স্পর্শ না করিবে।
সঙ্গম করিলে মাত্র পতিত হইবে॥
পরনারী দৃষ্টি যদি করে কামভাবে।
স্বর্ণদান প্রায়শ্চিত্তে পাপ নষ্ট হবে॥
মৎস্য মাংস মুদ্রা মাদকাদি দ্রব্য যত।
পশুর অগ্রাহ্য সব বেদবিধিমত॥
গন্ধপুষ্প মাল্য বস্ত্র দিব্য আভরণ।
দেবতারে যাহা কিছু করিবে অর্পণ॥
কদাচিৎ তাহা নাহি গ্রহণ করিবে।
গ্রহণে দত্তাপহারী পাতকী হইবে॥
দেবালয়ে সদা কাল করিবেক বাস।
আহারার্থ আসিবেক আপন আবাস॥
কন্যা পুত্রাদি বাৎসল্য করিবে অজ্ঞানে।
ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা নাহি করিবেক মনে॥
সদা দান করিবেক যদি থাকে ধন।
কৃপণতা কৈলে হবে নরকে গমন॥
পিতৃ মাতৃ সেবা নিত্য করিবে যতনে।
পরনিন্দা দ্রোহ অহঙ্কারাদি বর্জ্জনে॥
ক্রোধ করিবেক ত্যাগ বিশেষ রূপেতে।
কদাচিৎ দীক্ষিত না হবে তন্ত্রমতে॥
মোহেতে অজ্ঞানে যদি মন্ত্র দান করে।
মহাদেবী শাপ দেন মন্ত্রদাতা পরে॥

সেবকের কদাচিৎ সিদ্ধি নাহি হয়।
মোক্ষ নাহি সাধকের কামাখ্যাতন্ত্রে কয়॥
সত্য সত্য সত্য ইহা কহিলাম সার।
পশুভাব সাধকের নাহিক নিস্তার॥

উপদেশ কথনং।

স গুরু নিকটে দীক্ষা হইবে যত্নেতে।
করিবে ইষ্ট সাধন কুলাচারমতেণ।
দিব্যভাব হবে কিম্বা হবে বীরভাব।
উত্তম পরম ধর্ম্ম দেবতা স্বভাব॥
দিব্যভাবে অসাধ্য সাধয়ে অনায়াসে।
বীরভাবে সিদ্ধি হয় বহু কায়ক্লেশে॥
পশুভাবে শত কল্প সাধনা করিলে।
কদাচিৎ সিদ্ধি নাই নরকে মরিলে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘনে পঙ্গু অশক্ত যেমন।
দেবতা সাধনে পশু জানিবে তেমন॥

অনভিষিক্তের সুরাপান নিষেধ।

২৭শ প্রশ্ন। বহুতর শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সুরাপান প্রতি তিশয় নিষিদ্ধ আছে,কিন্তু এক্ষণে তদ্বিপরীত উক্তি শ্রবণ রিয়া সম্পূর্ণ সংশয় উপস্থিত হইল, অতএব ইহার মূল পর্য্য প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক।

২৭শ উত্তর। সত্য বটে সর্ব্ব শাস্ত্রেই সুরাপান মহা-কের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু সে নিষেধ পশ্বাচারী অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি, অর্থাৎ বামাচার মতে রা অভিষিক্ত হইবে তাহাদিগের নিমিত্ত তদ্বিপরীত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভাবাশ্রয়ের বিধি বলা হই- তন্মধ্যে দিব্য ও বীর এই দুই ভাব শুদ্ধ আগ-

মোক্ত অভিষেক দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, অতএব সে
অভিষিক্ত ভাবাশ্রিত সাধক ব্যতীত অন্যের সুরা দা
এবং পানে অধিকার নাই। তাহার কয়েকটী প্রমা
দর্শাইতেছি শ্রবণ কর।

যথা—কালীকুল সদ্ভাব।

অভিষেকং বিনা বিপ্র সুরাপানং যদাচরেৎ।
স মহাপাতকী তস্মাৎ ন স্পৃশ্যেত্তু কদাচন॥

অস্যার্থ। অভিষেক বিহীন বিপ্র কদাচ মদ্য স্প
করিবে না এবং পান করিলে মহাপাতকী হইবেক।

নিগম কল্পাদ্রুমে।

অভিষেকং বিনা নৈব ব্রাহ্মণো প্রপিবেৎ সুরাং
ন পিবেন্মাদকং দ্রব্যং ন মাংসঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ।
অভিষেকং কৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে।
পূর্ণাভিষেকী সন্ন্যাসী সুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে।
বিজয়া রত্নকল্পঞ্চ সুরাভাবে নিবেদয়েৎ।
অভিষেকং বিনা দেবি মহাবিদ্যাং ভজেত্তু যঃ॥
তাবৎ কালং বসেদ্ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।

অস্যার্থ। অনভিষিক্ত বিপ্র সুরা পান কিম্বা মা
ভক্ষণ অথবা মাদক দ্রব্যাদি সেবন করিবে না, অ
ষিক্ত বিপ্রের প্রতি সুরা দান এবং পান বিধেয়, ত
পূর্ণাভিষেকী সন্ন্যাসী চারি যুগেই সুরা দান এবং প
করিতে পারে. অধিকন্তু সুরাভাবে বিজয়ানুকল্প দ্বারা
পূজা করিবেক অর্থাৎ তত্ত্ব বিহীন পূজা নিষেধ।
দেবি! অভিষেক ব্যতীত যদি মহাবিদ্যার পূজা ক
তবে যাবৎকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎকাল
ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করিবেক।

তথা আচারসার তন্ত্রে।

সুত্রামন্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণোঽপি সুরাং পিবেৎ।
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ॥

অস্যার্থ। কুল পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা পান বিধি হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে ইচ্ছুক হইয়া সুরা পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত ভাজন অর্থাৎ পতিত হইবে।

তথা কুব্জিকা তন্ত্রে।

পূজা কালং বিনান্যত্র ন ময়া পরিকির্ত্তিতং।
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
মৎস্য মাংস সুরাদানং পদার্থানাং বিশেষতঃ।
পূজাকালং বিনান্যত্র ন ময়া পরিকীর্ত্তিতং॥

অস্যার্থ। পূজাকাল অর্থাৎ কুলপূজা ব্যতীত অন্য সময়ে, অর্থাৎ স্পৃহাবশতঃ পঞ্চতত্ত্ব সেবন করিতে নিষেধ, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক।

সময়াতন্ত্রেঽপি।

পূজাকালং বিনা নৈব সুরা পেয়া দ্বিজোত্তমৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যাৎ হীয়তে স্পৃষ্ট্বা পীত্বাতু নরকং ব্রজেৎ॥
পূজাকালং বিনা স্বার্থং যো বৈ পিবতি দুর্ম্মতিঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ একবিংশতিভিঃ কুলৈঃ॥

অস্যার্থ। যে দ্বিজ কুলপূজা ব্যতীত স্বার্থপর হইয়া অর্থাৎ স্বীয় সুখাভিলাষ প্রযুক্ত মদ্যাদি পান করে, সে একবিংশতি কুল সহ ঘোর নরকে বাস করিবেক, এবং ইচ্ছাক্রমে মদ্য স্পর্শ করণ মাত্রেই অব্রাহ্মণত্ব হইবে।

তথা আগম কল্পক্রমে।

ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা যথাবিধি বিধানতঃ।
নিষেধবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যশ্চরেৎ সতুপাতকী॥
যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব মুক্তিসাধনং।
তস্মাৎ সোঽবহিতো নিত্যং কুলকর্ম্ম সমাচরেৎ॥

অস্যার্থ। বিধিপূর্ব্বক সুরাদি দান এবং পান করিলে মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়, এবং অবিধি কর্ম্ম করিলেই পাতকী হইতে হয় অর্থাৎ যাহাতে নরক, তাহাতেই মুক্তি, কেবল নিঃশেষ বিধির অনুসারে ফলোৎপত্তির তারতম্য, অতএব নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্ত হইয়া বিধিমত কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। এ স্থলে আর একটী প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক বোধ বলিতেছি।

যথা কালীকুল সর্ব্বস্বে।

পঞ্চব্রহ্মঋচা পঞ্চ দ্রব্যাণাং পরিশোধনং।
অজ্ঞাত্বা যশ্চরেৎ কর্ম্ম সা মহাপাতকী ভবেৎ॥

তথা সময়তন্ত্রাদৌ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং তথা মুদ্রাদিকানি চ।
সংশোধনং বিনা দত্ত্বা ভুক্ত্বা তু নরকং ব্রজেৎ॥

অস্যার্থ। পঞ্চব্রহ্ম ঋচা অর্থাৎ বেদমন্ত্র দ্বারা পঞ্চত শোধনপূর্ব্বক দেবতাকে নিবেদন করত পশ্চাৎ প্রসা মাত্র সেবন করিবে, তাহার অন্যথাচরণ করিলে মহ পাতকী হইবেক, অর্থাৎ অসংশোধিত দ্রব্যাদি দেবতা অর্পণ, অথবা স্বেচ্ছাচারে পান ভোজন করিলে নারব হইবেক।

শব সাধনাদির বিধি হওয়ার হেতু।

২৮শ প্রশ্ন। তান্ত্রিক উপাসনার প্রণালী যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহাতে সকলেরই সুসাধ্য বোধ হইতেছে, যেহেতু উত্তম স্থানে নির্জ্জন গৃহমধ্যে পঞ্চতত্ত্বাদি দ্বারা শক্তি পূজা করিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, তবে শ্মশানাদি ভয়ানক স্থান, এবং দুষ্প্রাপ্য শবাদি আসন ও নর কপালাদি ঘৃণিত পাত্র লজ্জাকর দিগ্বসন, চিতা ভস্মাদি ভূষণ অস্থিমালা অভরণ, ইত্যাদি দুঃসাধ্য আচার ব্যবহার বিহিত হইবার কারণ কি ?

২৮শ উত্তর। হাঁ ঐরূপ সুসাধ্য সাধনাতে যদি চিত্তের একাগ্রতা হয়, তবে অবশ্যই ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক যে অষ্টপাশ তাহা ছেদন করাই সাধনা কার্য্যের অগ্রগণ্য, অতএব তাহা অকারণে হওয়ার সম্ভাবনাভাব, সেই নিমিত্ত ঘৃণা, লজ্জা, ভয় শোকাদি পাশাষ্টক ছেদনার্থে সেই সকল দুঃসাধ্য সাধনার উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ ঘৃণা পরিত্যাগের কারণ কপলাদি পাত্রে পান ভোজন, লজ্জা পরিত্যাগের কারণ দিগ্বসন, ভয় ত্যাগের কারণ শবাদি আসন, শোক পরিত্যাগের কারণ শ্মশানেতে বাস, আর কুল, শীল, জাতি পরিত্যাগ জন্য চিতাভস্ম অস্থিমালাদি ধারণ ও যথেষ্টাচার ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।

চতুরাশ্রমের বিধি।

২৯শ প্রশ্ন। লোক সকল চতুরাশ্রমে অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রহ্মচারী, দণ্ডী বানপ্রস্থ (যাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়) এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত হওয়ার কারণ কি ?

২৯শ উত্তর। মুমুক্ষু মুক্তি অর্থাৎ ইচ্ছু কগণেরই প্রথমে চিত্তসুদ্ধি প্রয়োজন, তাহা একবারে প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য এ নিমিত্ত আশ্রমরূপ সোপান চতুষ্টয় রচিত হইয়া প্রত্যেকেই সাধনোপযুক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা হিংসা বিনা গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য, ঐ আশ্রমে পঞ্চ শুনায় (অর্থাৎ চুলা, শিল লোড়া, খেংরা, ঢেঁকি এবং জলের কলসী) দ্বারা প্রত্যহ যে সকল অপরিমিত জীব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর ধ্বংস করিতে হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত ছাগাদি যে বড় বড় পশু তাহাও হনন করিবার প্রয়োজন আছে, নতুবা স্বজন প্রতিপালন এবং অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন দুষ্কর হয়, এ নিমিত্ত গৃহস্থের ঐ পঞ্চশুনাজনিত পাপ ক্ষয়ের জন্য অতিথি সেবা এবং দানাদির বিধান হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অতিথি সেবা ইত্যাদি করিবার অসাধ্যতা হেতু তদর্থে তপো বিশেষের বিধি হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে "বায়ব্যং শ্বেত ছাগলমালভেত এবং অগ্নি শোমিয়ং পশুমানভেত" অর্থাৎ বায়ুদেবতার সম্বন্ধে শুক্লবর্ণ ছাগাল বধ কর্ত্তব্য, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বৈধ হিংসার বিধি হইয়াছে। অন্যান্য আশ্রমীর পশু বধের প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত "মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি" (অর্থাৎ ভূত মাত্রেরই হিংসা করিবে না) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। গৃহস্থদিগকে দ্বার পরিগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়া অপর আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গমের নিষেধ হইয়াছে। বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমে ত্বরায় এবং সর্ব্বতোভাবে চিত্তসুদ্ধি হওয়ার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে, অতএব তদাশ্রম সাধ্য সাধনা সম্পন্ন হইবামাত্র আশ্রমান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সাধনায় উন্নতি ভিন্ন প্রতিগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখ, দণ্ডি

ক অদ্বৈত জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়,এমন কি গুরু বাক্যেও নিবৃত্ত
হইয়া যায়, যেহেতু বন্ধ মুক্তি উভয়ের বিবেচনা থাকে
। অর্থাৎ মিথ্যা জল্পনা বলিয়া জ্ঞান করে, সর্ব্বদা
আত্মাকেই সম্পূর্ণরূপে দর্শন করে, সেই সাধক জীবন্মুক্ত
হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এতদাভাষ ভগবদ্গীতার সাংখ্য
যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯ শ্লোকে
দৃষ্ট কর, এবং বেদান্তসারে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার
অর্থ ভাষাতে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।

বেদান্তসার ভাষা।

লঘু-ত্রিপদী।

চতুর্ব্বেদ সার, করিব প্রচার,
শুন সবে বিশ্বাসিয়া।
যে যুগে যে ধর্ম্ম, করিবে সে কর্ম্ম,
গুরু উপদেশ নিয়া॥
সুক্তিকার মত, রজ্জু সর্প মত
মরীচিকা মত তথা।
স্বপনের মত, কল্পিত জগত,
বেদে কহে এই কথা॥
নাত্র নানা অস্তি, বেদে কহে অস্তি,
মায়ামাত্রমিদমিতি।
নানাবিধ মত, শ্রুতি স্মৃতি শত,
তবে কে বলিবে ক্ষিতি॥
বেদে এই কয়, আত্মা পূর্ণময়,
কোথা জগতের স্থান।
ব্রহ্মাই জগত, বেদে এই মত,
ব্রহ্মময় সব মান॥

আত্মা সদাশিব, মায়াময় জীব,
ভয় শোক কেন কর।
আছে মহা বাক্য, আদি কত সাক্ষ্য,
জীব ব্রহ্ম বলে ধর॥
মায়া মোহ যত, সব মনোগত,
আত্মাতে কিছু না ভাষে।
সব আত্মা মান, মন মিছে জান,
কে বা কোথা হৈতে আসে॥
যদি জীব হয়, তবে ব্রহ্মময়,
মুক্ত হৈল বেদে বলে।
কিরূপে জীবত্ব, ছাড়িয়া শিবত্ব,
হবে স্বভাব না চলে॥
জীব ধর্ম্মযুক্ত, হয় যদি মুক্ত,
তবে মুক্তিমাত্র কথা।
জীব ধর্ম্ম যথা, থাকয়ে সর্ব্বথা,
সুখ দুঃখ দ্বেষ তথা॥
কহে জীব বাদী, বুদ্ধি সুখ আদি,
জীব ধর্ম্ম চতুর্দ্দশ।
অতএব কই, জীব ধর্ম্ম এই,
জীব বলে কিবা রস॥

পয়ার।

বেদান্ত মতের অর্থ করিনু প্রচার।
অধ্যাত্ম শাস্ত্রেতে আছে প্রমাণ ইহার॥
আচার বিচার করে শরীর শোধন।
উপবাস তীর্থ ব্রত ইন্দ্রিয় রোধন॥

সকলি মায়ার পাক ফের কত কাল।
জীব বাঁধাইতে বিধি পাতিয়াছে জাল ॥
সাকার দেবতা কোথা কেবা দেখিয়াছে।
শিশু ভুলাইতে সব দ্বৈত মত আছে ॥
বালকের যেমন খেলাতে হয় মন।
সাকারেতে লীলা খেলা জানিবে তেমন ॥
নিরাকার এক ব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
দ্বৈতবাদী মায়া মোহে সাকারেতে ভুলে ॥
বাক্যের গোচর নহে মন অগোচর।
সাধনা কোথায় তার সেকি আত্মপর ॥
নিরাকার নির্গুণ নির্লেপ নিরাধার।
কর্ম্মাতীত একা সর্ব্বময় চিদাকার ॥
ব্রহ্মময় সকলি ভেদের নাহি লেশ।
তাহাতে বিকল্প করে বাড়ে রাগ দ্বেষ ॥
আত্মাই করেন সব খায়েন আপনি ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদ নাই স্থির এই বাণী।
কিছুই নাহিক ভেদ জ্ঞান কর সার।
সকলি আপন মানি কর ব্যবহার ॥
অভ্যাসের বলেতে ইন্দ্রিয় আদি মন।
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয় ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ ॥
ইন্দ্রিয় করয়ে কার্য্য মন পায় লাজ।
সুখ দুঃখ ভয় শোক মনেতে বিরাজ ॥
আত্মা কৃত কোন কর্ম্ম নহে কদাচিত।
সাক্ষীর স্বরূপ সর্ব্ব ভূতে বিরাজিত ॥
মনের হইলে লয় মুক্ত কেহ কয়।
সে কথাও মিথ্যা বলি জান সুনিশ্চয় ॥
শুনহ সারার্থ ভাব লয়ে কিবা গুণ।
আত্ম জ্ঞানী নিত্য মুক্ত বুঝিবে নিপুণ ॥

ভ্রান্তিমূল শাস্ত্র আদি বৃথা পরিশ্রম।
বন্ধ-মুক্তি লয় ভয় সব মাত্র ভ্রম॥
লোভেতে করয়ে কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সকলে।
পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে কৃতকার্য্য ফলে॥
সংসার সাগর বৃথা মায়াতে মোহিত।
আত্মা ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানী হয় মায়াতীত॥
বেদে কহে মায়া নাই সব ব্রহ্মময়।
আত্মা পূর্ণ ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়॥

নির্গুণেশ্বরের পূজা।

মহামুনি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্গুণেশ্বরের পূজা যাহ প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা এই স্থানে বক্তব্য বিধায় তাহা প্রকৃতার্থ ভাষাতে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

পয়ার।

নির্গুণের পূজা অতি আশ্চর্য্য কথন।
সর্ব্বময় সম্পূর্ণের কোথা আবাহন॥
সকল বস্তুতে যিনি সদা বিরাজিত।
তাঁহাকে আসন দান অতি বিপরীত॥
সচ্ছন্দ শরীর স্নিগ্ধ অর্ঘ কেন তাতে।
আচমন কি কারণ শুদ্ধ শরীরেতে॥
নির্ম্মল শরীরে স্নান কিসের কারণে।
বিশ্ব যার উদরস্থ কি কার্য্য বসনে॥
নির্লেপ শরীরে গন্ধ কিরূপে লেপিবে।
নিরালম্ব উপনীত কেমনে হইবে॥
ঘ্রাণহীনে বৃথা পুষ্প ধূপ নিবেদন।
নেত্র হীন জনে দীপ কিবা প্রয়োজন॥

নিত্য তৃপ্তকে নৈবেদ্য তাম্বুলাদি দান।
স্বয়ং প্রকাশ্যমানের কেন নিরঞ্জন॥
অনন্তের প্রদক্ষিণ কি রূপেতে ঘোরে।
অদ্বিতীয় যিনি তাঁকে প্রণাম কে করে॥
বেদ অগোচর যিনি কেবা করে স্তব।
সদসৎ সকল বস্তুতে আবির্ভাব॥
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব পূর্ণ একজন।
কে করে তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জন॥
পরমেশ পূজা সর্ব্বাবস্থাতে বিহিত।
পরমেশ মন ঐক্য করিবে নিশ্চিত॥
দেহে প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি চিত্ত বুদ্ধি মন।
সকল হইতে ভিন্ন হইবে সুজন॥
স্বহৃদে পূজিবে দেব আপন আত্মাতে।
যোগ ভোগ কর্ত্তা আত্মা জীবের দেহেতে॥
এরূপে আত্মার পূজা করিবে যে জন।
বাহ্য পূজা বৃথা তার নাহি প্রয়োজন॥

৫৩শ প্রশ্ন। প্রভো! পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে মহামুনি শুকদেব গোস্বামী তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পশ্চাৎ প্রকাশ করিবেন, অতএব নিবেদন যে সেই রহস্য পদার্থ শুনিতে আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, সদয় হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক।

৫৩শ উত্তর। হাঁ বটেং আমার সে কথা স্মরণও ছিল না। ভালিং ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার যে অত্যধিক যত্ন, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, উক্ত গ্রন্থ সমুদয় বর্ণনা করিতে হইলে অধিক সময় অপেক্ষা করে, অতএব তাহার সার (নির্ব্বাণাষ্টক) নামে যে ৮টী শ্লোক আছে। তৎশ্রবণেই মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবে। যথা—

অথ নির্ব্বাণাষ্টক।

শুকদেব উবাচ।

ভেদাভেদৌ সপদি বিগতৌ পাপপুণ্যে বিশীর্ণে।
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্ট সন্দেহবৃত্তিঃ॥
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥১।

অস্যার্থ—পয়ার।

ভেদাভেদ আত্ম পর পাপ পুণ্য যত।
মায়া মোহ হ্রাস বৃদ্ধি নষ্ট মনোগত॥
তত্ত্ব জ্ঞান সাধনে এ সবার বিনাশ।
শব্দাতীত ত্রিগুণ রহিত স্বপ্রকাশ॥
ত্রিগুণ স্বরূপ বেদ কর্ম্মফল দাতা।
সাবিত্রী পরমা বিদ্যা যে বেদের মাতা॥
নিষেধ বিবিধ বাক্য কর্ম্ম বেদাচার।
বেদ ছাড়া হৈলে হয় নিয়মের পার॥
হইলে নিয়মাতীত ব্রহ্মতুল্য হয়।
প্রথম শ্লোকের অর্থ এই সুনিশ্চয়॥১॥

যস্মিন্ বিশ্বং সকল ভুবনং সামরস্যৈক ভূতং।
উর্ব্বী চাপোঽগ্ন্যনিল গগনং জীবমাহুঃ ক্রমেণ॥
তৎ ক্ষীরাব্ধৌ সমরসতয়া সৈন্ধবীকন্দ ভূতং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ॥২।

অস্যার্থ—পয়ার।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যতেক সাকার।
প্রকৃতিপুরুষময় বিশ্ব নাম তার॥
ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ পঞ্চমে।
বিশ্বরূপী জীব দেহ হয় ক্রমে ক্রমে॥

প্রকৃতি পুরুষ যোগে মৈথুন তাড়নে।
ব্রহ্মের সদৃশ পরানন্দ দুইজনে॥
সহস্রার হৈতে ক্ষীর শুক্র যার নাম।
লিঙ্গ দ্বারে যোনি মুলে করেন বিশ্রাম॥
স্ত্রীরেতঃ সহিত শুক্র হন সম রস।
তাহা জন্মে জীব দেহ ব্রহ্মের নিবাস॥
অতএব দেবাতীত হও সাধুগণ।
নিষেধ বিধি পাপ পুণ্য নাহিক গণন॥ ২॥

যদ্যাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্ব্বহিঃস্থং।
দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং খমিব সততং সর্ব্বভাণ্ডস্থমেকং॥
অন্যৎ কার্য্যং কিমপি ন ততঃ কারণাদ্ভিন্নরূপং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ।৩।

অস্যার্থ—পয়ার।

যদি আত্মা সর্ব্ব দেহে অন্তর্ব্বাহ্যে একা।
দেহ মধ্যে শূন্যরূপ নাহি লেখাজোখা॥
দেহ সাধনেতে ব্রহ্ম সাধন হইবে।
স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন হৈয়ে কি কার্য্য সাধিবে॥
অতএব আগমেতে মন কর গাঢ়।
দেবাতীত হও সাধু নিষেধ বিধি ছাড়॥ ৩॥

যদ্বন্নদ্যঃ সমরসতয়া সাগরত্বং হ্যবাপ্তাঃ।
তদ্বজ্জীবা লয়মুপগতাঃ সাকরত্বং হ্যবাপ্তা॥
ভাবাতীতে ত্রিগুণরহিতে সচ্চিদানন্দরূপে।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ।৪।

অস্যার্থ—পয়ার।

নদীর জল যথা অন্য নদীতে মিশিয়া।
সমরসে গঙ্গা জলে গঙ্গাত্ব পাইয়া॥

পুনঃ সমুদ্রের জলে গঙ্গাজল যোগে।
মিশিয়া সমুদ্র হন পূর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগে ॥
সেইরূপে জীব সর্ব্বে নির্ব্বাণ কারণ।
সাকার দেহেতে যোগ করয়ে সাধন ॥
জীব ব্রহ্ম রূপ সর্ব্ব সিদ্ধান্ত বচন।
জীবামৃত রেতঃ শুক্র জীবের কারণ ॥
পুংরেতঃ স্বরূপ শিব প্রকৃতির শক্তি।
দুই সমরস হৈলে ব্রহ্মানন্দ মুক্তি ॥
সৃষ্টির কারণ এই শিব শক্তিযোগ।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে সংসারেতে ভোগ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শক্তিযোগ মূল।
বেদাগম সিদ্ধবাক্য কহিলাম স্থূল ॥
সাকার সাধনে সাকারেতে লয় হবে।
শক্তি দেহে লয় হৈলে নির্ব্বাণ পাইবে ॥
ভাবাতীতে গুণাতীতে সত্য লোকাশ্রিতে।
সচ্চিদানন্দ রূপেতে সকলে যাপিতে ॥
অনায়াসে লয় হবে দেবাতীত হও।
নিষেধ বিধি ত্যাগ কর কার পানে চাও ॥ ৪ ॥

হেম্নঃ কার্য্যং হুতবহগতং হে মতৎ হৈমমেব।
ক্ষীরং ক্ষীরে সমরসগতে তোয়মেবাম্বু মধ্যে ॥
এবং সর্ব্বং সমরসতয়া তৎপদং তৎ পদার্থে।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ ॥

অস্যার্থ—পয়ার।

অগ্নিযোগে সুবর্ণ সুবর্ণে হয় লয়।
জলে জল ক্ষীরে ক্ষীর সম রস হয় ॥
এইরূপ সর্ব্ব বস্তু সমানে সমানে।
সম রস হয় শুকদেবের বচনে ॥

অতএব ত্রিগুণ অতীত হৈয়ে চর।
লোকাচার নিষেধ বিধি ভয় পরিহর॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বা দেবং পরমমপরং স্বাত্মভাবৈকরূপং
বুদ্ধ্বাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্ব্বহিঃস্থং।
ভূত্বা নিত্যং স্বসদৃশতয়া স্বপ্রকাশস্বরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥৬॥

অস্যার্থ—পয়ার।

পরাপর দৃষ্টাদৃষ্ট অন্তর বাহিরে।
বুদ্ধি আত্মা এক বস্তু সকল শরীরে॥
এমত জ্ঞানেতে যেই অভেদ ভাবিবে।
ব্রহ্মের সমান ভাব সেই সে পাইবে॥
অতএব বেদ ছাড় কর্ম্মাতীত হও।
নিষেধ বিধি ত্যাগ কর ব্রহ্মপদ লও॥ ৬ ॥

যত্রৈবাহং কিমপি সভয়ং কোঽয়মত্র প্রপঞ্চঃ
স্বচ্ছং দেবে গগণ সদৃশে পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশে।
আনন্দাখ্যা সমরসগুণে বাহ্যমন্তর্ব্বিহীনে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥৭॥

অস্যার্থ—পয়ার।

অহং সর্ব্বময় জ্ঞান হইবে যাহার।
ত্রৈলোক্যেতে পর কেহ না রহে তাহার॥
পরমানন্দ সাধন পঞ্চ তত্ত্ব ভোগে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞানশূন্য শিব শক্তি যোগে॥
সমগুণে সমরসে হইবে মিলন।
পরম নির্ব্বাণ তার না হয় খণ্ডন॥
নিষেধ বিধি ত্যাগ কর হও স্বেচ্ছাচারী।
ত্রিগুণ কাটিয়া পার হও ভববারি॥ ৭ ॥

কার্য্যাকার্য্যং কিমপি ন ততো নৈব কর্ত্তৃত্বমস্তি
জীবন্মুক্তস্থিতিরহমহো দগ্ধবস্ত্রাবভাসং।
এবং দেহে প্রবিশ্যতি জনস্তিষ্ঠমানো বিমুক্তঃ
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥৮॥

অস্যার্থ—পয়ার।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সকলি ঈশ্বর।
আপনি অকর্ত্তা সদা জানিবেক নর॥
দগ্ধ বস্ত্র সদৃশ দেহেতে যার বাস।
জীবে জীবন্মুক্ত অন্তে জন্মের বিনাশ॥
গুণে বদ্ধ যেই জন সেই জন জীব।
গুণচ্ছেদ করিলে সে নর দেহে শিব॥
গুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ বেদের অধীন।
বেদাচারে কর্ম্ম যেই করে চিরদিন॥
তাহাতে কদাচ কারো মুক্তি নাহি হবে।
স্বর্গভোগ অন্তে পুনঃ জন্ম হবে ভবে॥
বেদাচার ত্যাগ করিবেক যেই জন।
তাহার নির্ব্বাণ মুক্তি কে করে খণ্ডন॥৮॥

অস্য ফলশ্রুতি।

সত্যং সত্যং পরমমমৃতং সর্ব্ব কল্যাণ হেতু
চেতো রূপং গগনসদৃশং ব্যাসপুত্রাষ্টকং যঃ।
প্রাতঃকালে পঠতি সহসা যাতি নির্ব্বাণমর্থং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

অস্যার্থ—পয়ার।

অমৃত পরম তত্ত্ব সত্য সত্য সত্য।
কল্যাণার্থি সর্ব্বজন সাধ নিত্য নিত্য॥
শূন্য রূপা নিরাকার মন অগোচর।
তত্ত্বযোগে জ্ঞানানন্দে হৃদয়ে গোচর॥

নির্ব্বাণ অষ্টক প্রাতে পড়িবেক যেই।
নির্ব্বাণ মুক্তির পথে যাইবেক সেই॥
এই মত প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন।
শুকদেব জীবন্মুক্ত ব্যক্ত ত্রিভুবন॥ ৯॥

কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ।

৫৪শ প্রশ্ন। আপনকার কৃপাবিশিষ্ট উপদেশামৃত ানে আমার সম্পূর্ণ সংশয়াবিষ্ট ভ্রান্ত-চিত্ত নিঃসংশয় হইয়া বিত্র হইল, সম্প্রতি আপনি কর্ত্তব্য কার্য্যের কিঞ্চিৎ উপ-দেশ প্রদানে সদয় হউন।

৫৪শ উত্তর। সাধারণের হিতার্থে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ায় সকলই বলিয়াছি, তন্মধ্যে যাহার যে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ইবেক, তাহার সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর, এবং গুরুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে স্বীয় সাধ্যানুসারে অর্থাৎ জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল শতঃ যত দূর জ্ঞানোদয় এবং ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, তদুপযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ফলিতার্থ মুক্তি সম্বন্ধে যে সোপান চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহার যে সোপানে অধিকার হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই সোপা-নাশ্রয় করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয়ে উপা-সনা কাণ্ড, তৃতীয়ে জ্ঞানকাণ্ড, [illegible] যোগাধিকারকাণ্ড, তৎপরে মুক্তি। [illegible] ইহাতে যদিচ [illegible] ব্যক্তির পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত প্রথম বা দ্বিতীয় কাণ্ডের কর্ম [illegible] থাকে এবং তৎফলবশতঃ, ইহ জন্মে, তৃতীয় কাণ্ডের [illegible] অধি-কার হয় বটে, তথাচ মদ্দতিপ্রায়ে [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই কাণ্ডের কর্ম্ম [illegible] নিবৃত্ত [illegible] এককালীন তৃতীয় কাণ্ডের কার্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত [illegible]

অকর্ত্তব্য, কেন না পূর্ব্ব সোপান ত্যাগ অর্থাৎ লঙ্ঘন করতঃ উত্তর সোপান আশ্রয় করিলে, অবশ্যই তাহাতে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যে হেতু কারণ ভিন্ন কোন কার্য্যই নহে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তির অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান (যাহাকে আত্মজ্ঞান বলা যায়) তাহা যোগ সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না। ঐ যোগাভ্যাসের কারণ ইন্দ্রিয় দমন এবং চিত্ত শুদ্ধি, তৎসম্বন্ধে আত্মা আনাত্মা জ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তের চাঞ্চল্য এবং মনোমালিন্য দূর করা অত্যাবশ্যক, তাহা উপাসনা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই উপাসনা নৈষ্ঠিকী এবং অচলা ভক্তি ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক এবং বাহ্যপূজাদি কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করা অতি প্রয়োজনীয়। অতএব সর্ব্বসাধরণের কর্ত্তব্য এই যে প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বব কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নত্যনুসারে যথাবিধি পর পর সোপান অবলম্বন করিয়া তত্তৎ কার্য্যাবলম্বী হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু কোন কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিবেক না অর্থাৎ সর্ব্ব কার্য্যই ঈশ্বরে অর্পণ করিবেক। এক্ষণে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্যাচরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ইন্দ্রিয় সকল করিবে রোধ, বিষয়েতে নাহি থাকিবে বোধ,
[illegible] আদি বায়ু লয়।
একাকার বৃত্তি করিবে মন, বিকারের সনে করিবে রণ,
ছাড়ি কাম ক্রোধ ভয়॥

তি জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম,নিরাকারপ্রভু ভাবিলে মোক্ষ
সাকার নহেন তিনি।
ব এক দেব মনেতে জানি, সাকার ভাবিবে গুরুর বাণী,
সাকারেতে হবে লীন॥

লঘু-ত্রিপদী।

করিবে নিশ্চয়, ছাড়িবে সংশয়,
ক্ষমা শান্তি কর সার।
অলব্ধ সাধন, প্রাপ্তির রক্ষণ,
ছাড় এই দুই আর।
অবাঞ্ছাতে যাহা, পাও লও তাহা,
শরীর নির্ব্বাহ মত।
বিধি বাদ ছাড়, চিত্ত কর গাঢ়,
ইচ্ছা ছাড় হও সত॥
রাগ দ্বেষ আদি, ছাড় বেদবাদী,
দোষ গুণ নাহি দেখ।
না হানি না লাভ, সব তুল্য ভাব,
ভাবাভাব হৈয়ে থেক॥
হর্ষামর্ষ শোক, ছাড় সঙ্গ লোক,
ছাড় মনোবেগ যত।
শত্রু মিত্র ছাড়, চিত্ত কর দৃঢ়,
নিরপেক্ষ হও সত॥
[illegible] নির্জ্জনে, আত্মা দেখ মনে,
[illegible]ন্য চিন্তা [illegible] [illegible]।
প্রিয়া প্রি[illegible] শূন্য, শূন্য [illegible] পুণ্য,
নিরালম্ব [illegible] চর।
নির্লেপ পুরুষ, [illegible] দোষ,
[illegible] তুল্য তারে [illegible]

নহে ব্রহ্ম ভিন, জন্ম মৃত্যু হীন,
দুই নাই ব্রহ্ম বই ॥
মায়া কৃত ভেদ, কর মায়া ছেদ,
জ্ঞানরূপ এক সার।
কর্ম্মফল লাগি, হৈলে দুঃখভাগী,
কর্ম্ম না করিও আর ॥

চৌপদী।

ব্রহ্ম উদাসীন নহেন কারণ, না করেন কারে বন্ধন তারণ,
নাহি অনুমতি নাহিক বারণ, মায়াময় সব কাজ।
তাহাতে গ্রথিত বস্তু যত যত, সর্ব্ব ব্রহ্মময় ব্রহ্ম সর্ব্বগত,
নানাকার জ্ঞান ভ্রান্তিমন রত, সাক্ষী আত্মা মহারাজ ॥
চরিত্র তাঁহার বুঝা নাহি যায়, একাগ্র হৃদয়ে ভাবিলে পায়,
সে ভাবনা বড়ই দায়, রূপগুণ আদি শূন্য।
কিন্তু ইহা ভাবি না কর ভয়, গুরু ধর কর বাসনা লয়,
অভ্যাস করিতে করিতে হয়, যদি থাকে বহু পুণ্য ॥
নহে স্থূল সূক্ষ্ম সত অসত, বহু দুর কিন্তু হৃদয় গত,
সর্ব্ব বস্তু হীন দেখিবে যত, কিন্তু সর্ব্ব বস্তুময়।
ইহার আশয় শুনহ কই, বস্তু কিছু নাই ঈশ্বর বই
ছাড় বস্তু জ্ঞান সকলি ঐ, চন্দ্রনাথ এই কয় ॥

সর্ব্বভূতে সমাবিষ্টং সর্ব্বপ্রাণি হিতে রতং।
সর্ব্ববস্তুময়ং সোহং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং [illegible]গৎ ॥
নিত্যং শুদ্ধং [illegible] নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং ॥
আনন্দমানন্দক[illegible]নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং
যোগেন্দ্রমিড্যং [illegible]রোগবৈদ্যং শ্রীমদ্গুরুং নিত্[illegible]ং নমামি

গ্রন্থ সমাপ্ত।

ঈশ্বরারাধনা।

গীত।

রাগিণী পুরবী।—তাল একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,
চর্চ্চে কি মস্‌জিদে মন্দিরে ।।
যোগে যাগে যোগী জনে যাঁরে রটে, পাতে পোতে
পথে ঘাটে ঘোটে ঘটে, সরলে কি শঠে,
হোটেলে কি হাটে, পটে কি বৃক্ষ কোঠরে।
লণ্ডনে মার্কিনে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে
রুমে হিন্দুস্থানে, রিভার জর্ডানে,
গার্ডন অব ইডানে, শ্মশানে সমাজে কবরে ॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়
নদীয়া মাদিনে, নেপালে কি ভোটে,
কাবিলে গুজরাটে, ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড বাহিরে।
ভূধর ভূগর্ভ অনল অনীলে, যমুনা জাহ্নবী নর্ম্মদা
সলিলে, সিন্ধু গোদাবরী, সরযু কাবেরী,
শ্বেত [illegible]রস্বতী মাঝারে ॥
কর্ত্তা [illegible]রাঙ্গ ঈশ্বর আল্লা ইষু, কালি কি
কানাই বাসু বসু [illegible] কোন্নামে কে ডাকে,
সাড়া দেন কাকে, নিগুড় কে ব[illegible]তে পারে ।।
কেবা জানে তিনি পরেন কি [illegible] কাঁচা কি পেন
[illegible] ইজারে উল্লাস, বেলে কি ক[illegible]লে,
[illegible]াড় কম্বলে, কপীনে কি [illegible] অম্বরে।

কিরীটে কি ক্যাপে, বিনা বেণী ঝোপে, কাটা জটা
সাটা গালপাট্টা গোপে, চৈতন্য ফুরফুরে,
খোসা খোদার নুরে, সুচারু চাঁচর চিকুরে ॥
ব্রাণ্ডি কি জীনে, সেরি কি স্যাম্পিনে, রুটি কি
বিস্কুট পেঁয়াজে রসুনে, সিন্নি মালসা ভোগে,
মষে মেষে ছাগে, কাঁচা পাকা কিবা আহারে।
সেতারা তাম্বুরা বীণা বাঁশী বোলে, তবলা তাউষে
জয়ঢাকে ঢোলে, দামামা দগড়া, নাগেরা
কি কাড়া, শিঙ্গা কাঁশি কাঁশা কাঁশরে ॥
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সংযোগে, নরক নিকরে
শূকরী সম্ভোগে, মহাসুখে দুঃখে রাগে রোগে
ভোগে, সমভাবে ভেবে না পাই তাঁরে।
সন্ন্যাসী অমরে, পণ্ডিত পামরে, কাঁকরে কি
আছেন রত্নেরি আকরে, প্যারী বলে এমন কে
আছে সংসারে, নিগুড় নির্ণয় তাঁর করে।
বেদে বলে ব্রহ্ম হয় নিরাকার, অনন্ত শাস্ত্রেতে
অনৈক্য স্বীকার, সাকার নিরাকার,
কিবা কিমাকার, আকারে আছেন কি ওঁকারে।